ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 January, 2021 ■ আগরতলা, ১৭ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৩ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সূচনা হল করোনা ভাইরাসের টিকাকরণ ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ব

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে ভারত এবার জয়লাভের পথে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতে সূচনা হয়ে গেলে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ অভিযান। শনিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ অভিযানের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টিকাকরণ অভিযানের সূচনালগ্নে সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''বিগত কয়েক মাস ধরে দেশের প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই জিজ্ঞাসা করছিলেন কবে থেকে ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে, ভ্যাকসিন এখন এসে গিয়েছে। এই দিনের অপেক্ষাতেই ছিলেন সমগ্র দেশবাসী। দেশের সমস্ত নাগরিককে অভিনন্দন।

স্বাভাবিকভাবে ভ্যাকসিন তৈরি করতে অনেক বছর লাগে, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র একটি নয়, দু'টি ''মেড ইন ইন্ডিয়া'' ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য ভ্যাকসিন তৈরির কাজও দ্রুততার সঙ্গে চলছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারতের টিকাকরণ অভিযান অত্যন্ত মানবিক ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। যাঁদের সবথেকে বেশি প্রয়োজন, তাঁদের সর্বাগ্রে করোনা-টিকা দেওয়া হবে। আমি এই কথা ফের মনে করিয়ে দিতে চাই, করোনা-ভ্যাকসিনের দুই ডোজ ভীষণ জরুরি। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের মাঝে, প্রায় এক মাসের অন্তরাল থাকবে। দ্বিতীয় ডোজের প্রায় দুই সপ্তাহ পর আপনার শরীরে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রয়োজনীয়

শক্তি বিকশিত হবে।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন জানান, 'ভারতের ইতিহাসে এত বড় স্তরে টিকাকরণ অভিযান এর আগে কখনও হয়নি। বিশ্বের ১০০-রও বেশি দেশের জনসংখ্যা ৩ কোটিরও কম। আর ভারত টিকাকরণ অভিযানের প্রথম দফাতেই ৩ কোটি মানুষকে টিকা দেবে। দ্বিতীয় দফায় এই সংখ্যা ৩০ কোটিতে নিয়ে যেতে হবে। যাঁরা বৃদ্ধ, গুরুতর রোগে ভুগছেন, তাঁদের দ্বিতীয় দফায় টিকা দেওয়া হবে। আপনারা কল্পনা করতে পারেন, বিশ্বে ৩০ কোটির বেশি জনসংখ্যার মূলত তিনটি দেশ-ভারত, চিন ও আমেরিকা।' জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগের জন্য অনুমোদন পেয়েছে অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি 'কোভিশিল্ড' এবং ভারতীয় সংস্থা ভারত বায়োটেকের তৈরি 'কোভ্যাক্সিন'। এই দু''টি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''''আমাদের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা যখন দু'টি মেড ইন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিনের সুরক্ষা ও প্রভাব সম্পর্কে আশ্বস্ত হন, তখনই জরুরীকালীন ভিত্তিতে প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এজন্য গুজব থেকে দূরে থাকা উচিত দেশবাসীর। ভারতের ভ্যাকসিন বিজ্ঞানী, আমাদের মেডিক্যাল সিস্টেম, ভারতীয় যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে গোটা বিশ্বে বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতার ছিল। এই কঠিন লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমরা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করিনি, এমন মনোভাব সমস্ত দেশবাসীর মধ্যে দেখা গিয়েছে। ভারতীয় ভ্যাকসিন বিদেশী ভ্যাকসিনের তুলনায় অনেক সস্তা এবং প্রয়োগও সহজ। বিদেশে তো কিছু ভ্যাকসিনের একটি ডোজের দাম ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং যা মাইনাস ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফ্রিজে রাখতে হয়। এই দু''টি ভ্যাকসিন করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা মহামারি আমাদের আত্মনির্ভর হতে শিখিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) ।। করোনা মহামারি আমাদের আত্মনির্ভর হতে শিখিয়েছে। কারণ, আজ ত্রিপুরায় মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভর হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। শনিবার আগরতলা টাউন হল-এ করোনা-র টিকাকরণ অভিযানের সূচনা করে প্রত্যয়ের সুরে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, কখনও ভাবিনি এই সংকট থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ় বাসনা সেই অসাধ্য সাধন করেছে। তাই গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়ে করোনা-র টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে দেশে।

প্রসঙ্গত, সমগ্র দেশের সাথে আজ ত্রিপুরায়ও কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আগরতলা টাউন হল-এ কোভিড-১৯ টিকাকরণের রাজ্যভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্যের ১৭টি স্বাস্থকেন্দ্রে টিকাকরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, আজ দেশের সাথে সাথে রাজ্যের জন্যও একটা ঐতিহাসিক দিন। কারণ রাজ্যে যেদিন প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল সেদিন জিবি হাসপাতাল সহ পুরো আগরতলা শহর অঘোষিত কার্ফুতে পরিণত হয়েছিল। রাজ্যের প্রত্যেকের মধ্যেই আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল।

তাঁর কথায়, এই আতঙ্কের পরিবেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনও রাস্তা পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রীই আমাদের করোনা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকাল আহ্বানে আজ দেশের বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় প্রথম পর্যায়ে কোভিড-১৯ টিকাকরণ করা হবে চিকিৎসক, নার্স সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। তাঁদের ৪৫ হাজার ৪২০টি ডোজ দেওয়া হবে। এর জন্য স্বাস্থ্য দফতর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরক্ষাকর্মী, রাজস্ব দফতরের কর্মী, পুরকর্মচারী এবং বিপর্যয় মোকাবিলার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক নিয়োগ সহ তিন দফা দাবীতে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। শিক্ষক নিয়োগসহ তিন দফা দাবিতে ধলাই জেলার কুলাই কলোনি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা শনিবার স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এবং পথ অবরোধ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে বিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা নেই। ফলে স্কুলের পঠন পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছে।কিন্তু এ ব্যাপারে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের তরফে কোন ধরনের ইতিবাচক সাড়া দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ।বর্তমানে মাত্র ছয় জন শিক্ষক শিক্ষিকা পঠন-পাঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও তারা জানায়।ছাত্রছাত্রীরা আরো জানায় গত কিছুদিন আগে বিদ্যালয়ের পার্কে ভাঙচুর চালিয়েছে দুস্কৃতিকারীরা।

এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ছাত্রছাত্রীরা। অবিলম্বে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত দিঘলবাক স্কুল সংলগ্ন এলাকায় নিজ বাড়ির পেছনে থাকা একটি বাঁশ ঝাড়ের পাশে প্রণতি শর্মা নামের এক মহিলার পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার।

ঘটনাস্থলে ধর্মনগর থানার ওসি মিলন দত্ত সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। ইতিমধ্যে মৃতদেহ শনাক্ত করে তার দুই পুত্র। পুলিশ মৃত মহিলারা দুই পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসে। মৃত মহিলা কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে দীর্ঘ ৪ থেকে ৫ দিন ধরে মহিলা নিখোঁজ থাকলেও মৃত মহিলার পরিবারের তরফ থেকে থানায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় নিহত এক, আহত ১২ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। রাজ্যে যান দূর্ঘটনা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বৃদ্ধি পয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি।

ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর নবরামবাড়ী এলাকায় একটি কমান্ডার গাড়ী নিয়ন্ত্রন হারিয়ে খাঁদে পড়ে যায়। এতে করে গাড়ীতে থাকা ৯ জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়। জানা যায় কমান্ডার গাড়ীটি বাগমারা থেকে কোয়াইফাং এর উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিল। এরইমধ্যে নবরামবাড়ী এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটি দুর্ঘটনার কবলে পরে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকলবাহীনির কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের ঘটনাস্থলথেকে উদ্ধারকরে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে।

আহতদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক ৪ জনকে গোমতী জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার টিকাকরণ অভিযান শুরু রাজ্যেও প্রথম দিনে ৮৮৮ জনকে দেওয়া হল টিকা

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। সারা দেশের সাথে আজ গোটা বিশ্ব ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী রইল। ভারত করোনা-র বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকাকরণ অভিযান শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অভিযানের সূচনা করেছেন। এরই সাথে ত্রিপুরায়ও টিকাকরণ অভিযান শুরু হয়েছে। আজ ১৭টি কেন্দ্রে ১,৩৯৯ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত কেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে কথা বলেছেন।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ড় সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল বলেন, ত্রিপুরায় ৪৫,৪৩২ জন স্বাস্থ্য কর্মী করোনা-র টিকা নেওয়ার জন্য সম্মতি জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ স্বাস্থ্য কর্মীকে প্রথম ধাপে টিকা দেওয়া হবে। এর জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

আজ সকাল সোয়া ১১টা নাগাদ গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডা. অঙ্কুর রায়কে প্রথম টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকা নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনায় তিনি জানিয়েছেন কোনও সমস্যা তিনি বোধ করছেন না। শারীরিক দিক দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। এদিকে গান্ধীগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ ডা. মৃদুল দাস বলেন, করোনা-র টিকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবং কার্যকরী। ফলে, এই টিকাকরণ অভিযানকে সফল করার জন্য প্রশাসনের তরফে সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এদিকে, স্টেট ইমোনাইজেশন অফিসার ডা. কল্লোল রায় জানিয়েছেন, আজ ত্রিপুরায় সর্বমোট ১,৩৯৯ জন স্বাস্থ্য কর্মীকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছিল। এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারীরাই হলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। নারীরাই হলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মা বোনেরা আমাদের সংস্ক'তির পরম্পরা ধরে রাখার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী পৌষ পার্বণ ২০২১ এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন।

সদর মহকুমার লঙ্কামুড়া আলপনা গ্রামে গত ১৪ই জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল প্রথম বারের মতো ৩ দিনব্যাপী পৌষ পার্বণ। পৌষ পার্বণের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেববর্মা বলেন, সমাজের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সংস্ক'তি। সংস্ক'তি না থাকলে সমাজ শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং সংস্ক'তি ছাড়া কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকেনা। তিনি বলেন, পৌষ পার্বণকে ঘিরে মানুষের মধ্যে একাত্মতা বাড়ে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, পৌষ পার্বণের মত অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে আমাদের দেশের এক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, একটি ছো- প্রয়াসে কালচারেল হাবের রূপ ফুটে উঠেছে আলপনা গ্রামে। রাজ্যের কৃষ্টি সাংস্কৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন আলপনা গ্রামের শিল্পীরা। তিনি বলেন, আমাদের সংস্কৃতিই আমাদের ধরোহর। সংস্কৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। সাংসদ শ্রীমতি ভৌমিক বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফর লোকাল স্প্লোগানকে সামনে রেখে স্থানীয় উৎপাদন কে প্রাধান্য দিয়ে প্রথম বারের এই মেলা পূর্ণতা লাভ করেছে। আলপনা গ্রামের গা ঘেষে গড়ে উঠেছে আধুনিকমানের আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর।

এর পাশেই গড়ে উঠছে ১০০০ ফ্ল্যাটের লাইট হাউস এবং আগরতলা চেকপোষ্টে গড়ে উঠেছে ৫০০ আসন বিশিষ্ট গ্যালারী, যাতে বসে পর্যটকরা জাতীয় পতাকা নামানোর দৃশ্য দেখতে পাবেন। তিনি আরও বলেন, স্থানীয় উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণে এখানে একটি হিমঘর, একটি সীমান্ত হাট এবং সব্জী বাজার তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। সবমিলিয়ে সংস্ক'তি ও পর্যটনের একটি উৎসস্থল হিসাবে এই গ্রামকে আগামী দিন দেখা যাবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ ঘরেই আগুনে ঝলসানো মৃতদেহ উদ্ধার এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জানুয়ারি।। নিজ ঘর থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তির আগুনে ঝলসানো মৃতদেহ উদ্ধার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য। ঘটনার তেলিয়ামুড়া থানাধীন নয়নপুর চামপ্লাই এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন নয়নপুর চাম প্লাই এলাকার বাসিন্দা সতীশ চন্দ্র বিশ্বাসের ৪৫ বছর বয়সী ছেলে সজল বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ছিল। ফলে তার স্ত্রীর সাথে প্রায়শই ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকত। এই ঝগড়া বিবাদ অনেক সময় হাতা-হাতিতেও রূপ নিয়েছিল।

তেলিয়ামুড়া

সজলের স্ত্রী ও দুই পুত্র নিয়ে চারজনের সংসার।

আগে টমটম চালাতো সে, কিন্তু বর্তমানে সে স্থানীয় ইটভাটায় দিনমজুর হিসেবে কাজ করতো। সজলের স্ত্রী এবং বড়ো পুত্র টুটনের সাথে হামেশাই ঝগড়া-বিবাদ এবং সংসারে অশান্তি লেগে থাকত। ফলে বাধ্য হয়ে সজলের স্ত্রী এবং বড় ছেলে টুটন নয়নপুর চাম প্লাই স্থিত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতো। আর সজল তার ছোট ছেলের সাথে চামপ্লাই স্থিত নিজ বাড়িতে থাকতো। একই বাড়িতে সজলের মা এবং বাবা আলাদা থাকতো।

শনিবার বিকাল আনুমানিক তিনটা নাগাদ এলাকাবাসীরা প্রত্যক্ষ করে সজল যে ঘরে থাকতো সেই ঘরে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলজ্বল করছে। এই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জনতার পথ অবরোধ খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। বিএসএফের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে খোয়াইয়ের শিঙছড়ার দীপ জ্বেলে যাই এলাকার প্রমিলা বাহিনী পথ অবরোধ করে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার গেট দীর্ঘ এক মাস ধরে বন্ধ করে রেখেছে বিএসএফ।সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে ভারতীয় কৃষকদের প্রচুর ফসল রয়েছে।

কাঁটাতারের বেড়ার গেট বন্ধ করে রাখায় চাষীরা তাদের ফসল ঘরে তুলতে পারছে না। ফলে আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গেল প্রাইভেট কার, গুরুতর আহত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক

আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.)।। কুয়াশায় ঢাকা সকালে বাড়ি থেকে হাসপাতালে যাওয়ার সময় রেল লাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে গাড়ি। তাতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ডা. উৎপল দেববর্মা গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে বহিঃরাজ্যে নেওয়া হয়েছে। জিরানিয়া মাধববাড়ি এলাকায় সংঘটিত ওই ঘটনায় জনমনে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। কারণ, ওই রাস্তায় একটি ওভার ব্রিজ নির্মাণের দাবি ছিল বহুদিনের। কিন্তু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সে-বিষয়ে গুরুত্ব দেননি। শনিবার ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় জনগণকে ওভার ব্রিজ শীঘ্রই নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

আজ সকালে জিরানিয়া মহকুমার রামপ্রসাদ সর্দারপাড়ার নিজের বাড়ি থেকে কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাওয়ার সময় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মারুতি গাড়ি দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন, আজ সকালে প্রচণ্ড কুয়াশা পড়ছিল। ফলে, গাড়ির ভেতর থেকে ডা. উৎপল দেববর্মা ট্রেন আসছে দেখতে পাননি। জিরানিয়া স্টেশনের কাছাকাছি স্থানে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাঁর পরিবারের সদস্য জানিয়েছেন, ওই স্থানে ইতিপূর্বেও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই, রেলের ওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য বহুবার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সে-বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

এদিকে, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ডা. উৎপল দেববর্মাকে প্রথমে জিরানিয়া মহকুমা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, চিকিৎসকরা তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছিলেন। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে নেওয়া হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১০০ ◻ ১৭ জানুয়ারি ২০২১ ইং ◻ ৩ মাঘ ◻ রবিবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ক্ষোভে ফুঁসছে যুবসমাজ

গোটা দেশ জুড়িয়া বেকারত্বের হার দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিতেছে। তাহাতে জটিল সমস্যায় পড়িয়াছে যুব সমাজ ।রাজনৈতিকক দল এবং নেতা-নেত্রীদের প্রতিশ্রুতি খেলাপের ঘটনা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া দেশের বেকাররা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইতেছেন ।বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে ।কিন্তু নির্বাচনের বৈতরণী পার হইয়া যাইবার পর তারা সেই সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলিয়া যায় ।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের কার্যকলাপ প্রতারণার শামিল ।বেকার সহ জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা এ ধরনের প্রতারণা করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না ।এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

নির্বাচন উপস্থিত হইলেই নেতা-নেত্রীরা হরেক প্রতিশ্রুতি দিবেন, তাহা প্রায় আলো-বাতাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। শেষ অবধি তাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখিবেন না, তাহাও একই রকম স্বাভাবিক। এই অন্যায় আচরণটি মানুষ অগত্যা মানিয়া লইয়াছেন বুঝিয়াছেন, ইহা কথার কথা। কয়জনইবা জানিতে চাহিয়াছেন, বৎসরে এক কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কী হইল? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একাধিক বার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নেতারা যেমন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং ভাঙেন। মৌখিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কোনও ফারাক খাতায়-কলমে প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল, কারণ তাহাতে কোথাও কোনও আইনি অঙ্গীকার নাই। আইনি বিচারে মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য সম্ভবত কানাকড়িও হইবে না। কিন্তু, মানুষের মন এই ভাবে বিচার করে না। বহু সাধারণ মানুষই এখনও রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক দল বা তাহার নেতাদের পৃথক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নহেন। ফলে, অনেকেই ভাবিয়া লইতে পারেন জিতিয়া আসিলে সত্যিই কর্মসংস্থান করিবে। অর্থাৎ, যাহা বলিতেছে, মানুষের নিকট তাহা অনেক বেশি সত্যি হিসাবে প্রতিভাত হইতে পারে। তাহাতে লাভ বিলক্ষণ। সুতরাং, প্রচারকৌশল হিসাবে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ, তাহাতে সংশয় নাই ।প্রশ্ন হইল, তাহা নৈতিক কি না। ইহার মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার যে অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহা সম্ভবত সমাপতন হেন। নেতাদের মুখের কথার তুলনায় ইশতেহারের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কেহ বলিতেই পারেন, যে জনগণের উপর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসক নির্বাচনের ভার ন্যস্ত, তাহা এমন বিবেচনাহীন হইবে কেন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমাত্রেই যে ভঙ্গুর, এবং এই ক্ষেত্রে যে দলের ফারাক নাই এই কথাটি মানুষ অভিজ্ঞতায় বুঝিবেন না কেন? নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিতে মানুষ বিশ্বাস করিবেন কেন?

প্রশ্নগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু, বেকারের পরিসংখ্যান জোগাড় করিবার পদ্ধতির মধ্যে যে সরকারি ভাবটি আছে, তাহা যে হেতু বহু মানুষের মনেই বিভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে, অতএব তাহাকে পৃথক করিয়া দেখাই বিধেয়। শুধু মানুষের মন ভুলানো নহে, তাহাদের বিভ্রান্ত করিবার প্রচেষ্টাটিকেও পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা বিধেয়। বিশেষত, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বেকারত্বের সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি, কাঠামোগত এবং তীব্র। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমস্যাটি কখনও রাজ্যের পিছু ছাড়ে নাই কোনও সরকারই তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারে নাই। এমন একটি সমস্যাকে হাতিয়ার বানাইয়া রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। এই প্রচার আইনের গণ্ডি লঙ্ঘন করে কি না, তাহা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু, ইহা নৈতিকতার লক্ষ্মণরেখা পার করিয়াছে। মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের যে অন্যায়টি সব দলই করে তাহা অন্যায়তর। বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রত্যেক সরকারকেই সময় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। শুধুমাত্রর সরকারি চাকরীর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ বাহির করিতে হইবে।

দেশের সবথেকে সুবিধাবাদী তৃণমূল ও সেই দলের নেত্রী, তোপ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : ""দেশের মধ্যে যদি কেউ সব থেকে সুবিধাবাদী হয়ে থাকেন তবে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের দলনেত্রী।" এই ভাষাতেই ফের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী ।শনিবার, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার সভা থেকে মমতার মন্ত্রিসভার প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, "আমায় বলছেন বিশ্বাসঘাতক, ওঁদের থেকে আমার সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রয়োজন নেই""। রাজীব গান্ধী তৈরি করেছিলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী আশ্রয় দিয়েছিলেন। নইলে কেউ চিনত না, দলই উঠে যেত"" ।পাশাপাশি এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে শুভেন্দুবাবু বলেন, ""তৃণমূল এখন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয়ে গিয়েছে। এই এলাকায় একের পর এক নির্বাচনে তৃণমূল হেরেছে। লোকসভা ভোটের পর তৃণমূল পার্টি অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন তোলাবাজ ভাইপোকে দেখা যায় নি। শুভেন্দু এসে তৃণমূল পার্টি অফিস খুলেছিল""। এদিনের সভায় বামেদের শাসনকালের প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দু। বলেন, "গত ন"বছরে রাজ্যে একটাও শিল্প হয়নি। কিন্তু বামেদের ভূমি সংস্কার খারাপ ছিল না। বাম জমানায় প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষা হত। এখানে ২০১৪ সাল থেকে পরীক্ষা বন্ধ। টেট দুর্নীতি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। তবে বাম আমলে নেতাই, নন্দীগ্রাম গণহত্যাকে সমর্থন করা যায় না।"

কৃষক সম্মান নিধিতেও হয়তো তৃণমূল নেতাদের নাম পাঠাবেন, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য হয়েও বিধায়ককে করোনার টিকা। রোগী তো নন, তাহলে টিকা কেন? সব জায়গায় একই কাজ করছে তৃণমূল। কৃষক সম্মান নিধিতেও হয়তো তৃণমূল নেতাদের নাম পাঠাবেন। সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলকে আক্রমণ বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভাতারের বিধায়ক সুভাষ মন্ডল, ভাতারের প্রাক্তন বিধায়ক বনমালী হাজরা, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন। এছাড়াও রোগী কল্যাণ সমিতির সঙ্গে যুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষদেরও নাম ছিল টিকা প্রাপকদের তালিকায়। এক্ষেত্রে করোনা-বিধি মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

ইংরেজবাজারে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল, সালিশি সভায় গুলিতে জখম বেশ কয়েকজন

মালদা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : মালদা ইংরেজবাজারে সালিশি সভায় শনিবার গুলি চলে। তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে গুলি চলে বলে জানা গেছে। জমি বিবাদ মেটাতে ডাকা হয়েছিল সালিশি সভা। মতানৈক্যের জেরে বিবাদ, তা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। পরস্পরকে লক্ষ্য করে দুপক্ষই ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। এরপর চলে গুলি। তাতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর। একজনের অবস্থা গুরুতর। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পিকেট বসেছে।

গ্রামের কৃষকদের উপেক্ষা করে দেশ ও সমাজের উন্নতি কোনওমতেই সম্ভব নয়

সুকমল দালাল

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী আসমুদ্র হিমাচল পর্যটন করে দেশের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করেছিলেন। এমনকি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর স্বপ্নের ভারত কোনও অভিজাত বা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাঁর স্বপ্নের ভারত ছড়িয়ে রয়েছে গ্রাম্যজীবনে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে -মালো-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক কারখানা থেকে, হাঁট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালর উনুনের পাশ থেকে বেরুক ঝোপ-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে'। এই ভারত চেতনা থেকেই স্পষ্টত বোঝা যায় তাঁর গ্রামজীবনের প্রতি ভালোবাসা। তিনি আরও বলেছেন—'দরিদ্রের কুটিরেই আমাদের জাতির জীবনের স্পন্দন'। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন দেশের উন্নয়নের সঙ্গে দারিদ্র্য দূরীকরণের নিবিড় যোগ আছে। আমাদের এই গ্রাম প্রধান দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষিকাজ। দেশের একটা বড় অংশের মানুষ গ্রামে বাস করেন, তাঁরা চাষআবাদের উপর নির্ভরশীল। তাই নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে স্বামীজি সবাইকে মনোযোগ দিতে বলেছিলেন। গ্রামীণ কৃষিজীবীদের সার্বিক উন্নতিসাধনে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময় স্বামীজি দেশের অনুন্নত চাষিদের অবস্থা দেখে উপলব্ধি করেছিলেন আধুনিক প্রযুক্তির নানাবিধ কলাকৌশল গ্রাম উন্নয়নের জন্য বিশেষ দরকার। অন্যদিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিদেশে কৃষিকাজের উন্নতি। বিজ্ঞানের সঙ্গে কৃষির সমন্বয়সাধন গ্রাম উন্নয়নের অন্যতম পথ বলে মনে করতেন বিবেকানন্দ। গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক সংস্থান গ্রামীণ কৃষি শিল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। গ্রামনির্ভর অর্থনীতির বাস্তব দিকটি স্বামীজি মনোপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। কৃষি অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করতে তিনি বলেছিলেন-'পল্লিগ্রামে বাসকরলে পরমায়ু বাড়বে। রোগও প্রায় হয় না। ছোটখাটো খারাপ গ্রামগুলো ভালা হয়ে ওঠে। লেখাপড়া জানা লোক পল্লিগ্রামে বাসকরলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞানের সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশি হয়। চাষিদের চোখ খুলে যায়। তাদেরও একটু অধটু বুদ্ধি খোলে। বর্তমান সময়ে স্বামীজির এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামীণ উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। আজকের কৃষিব্যবস্থার লক্ষ্য করলে তা ভালোভাবে বোঝা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন যে, গ্রামের কৃষকদের উপেক্ষা করে দেশও সমাজের উন্নতি কোনওমতে সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও ভালোবাসা ছিল অগাধ। গ্রামের মানুষদের প্রতি অবহেলা, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা স্বামীজির সংবেদনশীল মনকে প্রবলভাবে আঘাত করে। দারিদ্রের ভয়াবহতাকে তিনি দেশের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ বলে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন---এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে শিক্ষা দিচ্ছি, এ পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম হয় না। গুরুদের বলতেন না? স্বামী বিবেকানন্দের গ্রাম ভাবনার মূল কথা ছিল আগে অন্নের সংস্থান। যা দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের পুণ্যভূমিতে রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বকে সেবাধর্মের কেন্দ্ররূপে অন্নদান, বিদ্যাদান, ধর্মদানের কাজ করে চলেছে। এইসবের মাধ্যমে তিনি মানুষের দুর্গতি দূর করতে সাদুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দকে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—আমাদের মিশন নিঃস্ব, গরিব, নিরক্ষর, চাষি মানুষের জন্য। তাদের জন্য সবকিছু করার পর যদি সময় অতিরিক্ত থাকে তাহলেই ভদ্রলোকদের জন্য সে সময় নিয়োজিত হবে।

কৃষির সার্বিক উন্নতিতে সুস্থ সবল গ্রাম গড়ে তুলতে স্বামীজির পরিকল্পনা ছিল কর্মশালার উপর জোর দেওয়া। যাতে গ্রামবাসীরা জ্ঞান অর্জন অভিজ্ঞতা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রামজীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। স্বামীজি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন নারী জাতির উন্নতি ছাড়া গ্রামের উন্নতি সম্ভব নয়। গ্রামীণ মেয়েরা প্রকৃত শিক্ষা পেলে তার নিজেরাই স ব সরক সমস্যার সমাধান করতে পারবে। গ্রামের তরুণীদের ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, রন্ধন, সেলাই ও শরীরপালন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার কথা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর কথায় কেবল পূজা পদ্ধতি শিখিলেই চলিবে না, সর্ব বিষয়ে চোখে ফুটাইয়া দিতে হইবে। বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন প্রতিটি গ্রাম হবে স্নিগ্ধ সুন্দর। গ্রামবাসীদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠবে জনশিক্ষা ও সংস্কৃতি মাধওমে। কিন্তু বর্তমান সময়ে হিংসা, বিভেদ, দলাদলিতে মূলবোধের অবক্ষয় ঘটেছে। তাঁর স্বপ্নের গ্রামজীবন বিপর্যস্ত। আমরা কি ঠিকমতো মানতে পেরেছি তাঁর দেখানো পথ? কৃষকরা আজও বঞ্চিত। এমন দুঃসময়ে স্বামীজির দেখানো পথ ঠিকবাবে বাস্তবে মানতে পারলে তাঁর স্বপ্নের ভারতের গ্রামজীবন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠবে। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সোনাঝুরির রক্ষা

পার্থময় চ্যাটার্জি

আধুনিকতার থাবায় আজ সোনাঝুড়ির হাট চাপা পড়ে গেছে। আধুনিক মেলার অতীতনাম শনিবারের সোনাঝুড়ির হাট। প্রায় ২০ বছর আগে ২০০০ সালে কলকাতা আর্ট কলেজের শিক্ষক বাঁধন দাস বোলপুরে সোনাঝুড়ি জঙ্গলে দুর্গাপুজো চালু করেন। ওনার ইচ্ছে ছিল পাহাড় কিনবার কিন্তু সে অনেক ঝামেলার তাই উনি একটুকরো জঙ্গল পেয়েই শান্তিতে শেষ জীবনটা এই লাল মাটির দেশেই কাটান।

বনেরপুরুর ডাঙ্গা, ফুলডাঙা, সরকারডাঙা, আর বল্লভপুর ডাঙা-মোট চারটি গ্রামের মানুষজন নিয়ে উনি দুর্গা মা কে হিরালীনি এখানে আদিবাসী নাচ গান হতো। তিনি জানতেন আদিবাসীদের মধ্যে, তাদের রক্তে শিল্প সংস্কৃতি আছে। তাদের দিয়ে নানা প্রকার শিল্প কলা সৃষ্টি করিয়ে, অল্প কিছু মানুষ নিয়ে পুজোর কদিন এখানে ছোট্ট এক বাজার চালু হয়েছিল। যা পরবর্তীকালে শনিবারের হাট নাম নেয়। কলাভবনের ছাত্র ছাত্রীরা এখানে তাদের শিল্প নিয়ে আসতো। সেই শনিবারের হাট আজ মেলার রূপ নিয়ে রোজকার বাজারে পরিণত হয়েছে।

রবিঠাকুরের প্রিয় আকাশমনি গাছের নাম, ভালোবেসে, আদর করে উনি নাম দিয়েছিলেন সোনাঝুড়ি। রবিঠাকুরের প্রিয় কপাই নদীর নাম এখানে খোয়াই। তারই পাশে এই দামী কাঠের জঙ্গল, সোনাঝুড়ি বন। দামি এই কারণে বললাম যে সেগুনের পরেই আসবাব তৈরিতে এই কাঠের স্থান। দানি এই কারণেই উল্লেখ করলাম, কারণ এই জঙ্গল আজ কাঠ চোরেদের নজরে পড়েছে। ব্যাপক হারে গাছ কাটা হচ্ছে।

লাল মাটির পথ হঠাৎ করে পিচের হলো, তারপর খালের ধারের প্রাপ্তপয়স্ক গাছগুলোকে কেটে সাফ করা হচ্ছে। কে কাটছে, কি দানে বিক্রি হচ্ছে, কোথায় টাকা জমা পড়ছে তার সুস্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই। লালমাটির পথ, লাল ধুলো

পায়ে মাখানো সেদিনের সে সোনাঝুরি বন আজ উধাও, এটা ইক্কেবারে মানাইছেনা রে। ফুটপাত, লোহার ফেন্সিং এগুলো শহরে মানায় এই লাল মাটির দেশে বেমানান। রাস্তা আরো সরু হচ্ছে, এক এক জায়গায় দুটো গাড়ি যাতায়াত করা খুবই কষ্টের ব্যাপার। গাড়ি পার্কিং করবার নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। যে যেখানে পারে গাড়ি পার্ক করে দিচ্ছে। পুলিশ আছে প্রচুর, কিন্তু তারা কি করবে এই ছোট্ট রাস্তার উপর হাজার হাজার গাড়ি, আর মানুষের ভিড় দিন দিন বেড়েই চলেছে যে পুলিশের পক্ষেও সুষ্ঠ ভাবে এটাকে দেখা সম্ভব হচ্ছে না। এতবড়ো জায়গা জুড়ে এই জঙ্গল এখানে গাড়ি বিভিন্ন ছোট ছোট জায়গা ধরে পার্কিং করার ব্যবস্থা করলে এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ হয় না। এই হাট থেকে এখনকার ব্যবসা অনেক বেড়েছে। আরো মানুষ আসুক আরো কেনা কাটা হোক সেটা ভালো কিন্তু এই ভাবে নয়। রাস্তা চাওড়া করা প্রয়োজন, ফুটপাত নয়। গাছ কাটা বন্ধ হোক। হাট হাটের মতই থাকুক, আধুনিক মেলার প্রয়োজন নেই তার জন্য বিশ্ববাংলার হাট পরে আছে প্রান্তিকের প্রান্তে। এখন শান্তিনিকেতন দেখতে আসে যারা তাদের কাছে বিশ্বভারতী দেখার চেয়ে খোয়াই হাটের গুরুত্ব অনেক বেশি হয়ে গেছে। সব শেষে বলবো হাট কথাটাকে মাথায় রেখে এরং উন্নয়ন হোক ফুটপাত করে, লোহার ফেন্সিং করে এর উন্নয়ন একদম বেমানান। সব আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গাছ কাটা বন্ধ হোক। রাস্তা চাওড়া হোক আর গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট জায়গা হোক কিন্তু হাটের চেহারার, পথের চেহারার কোনো পরিবর্তন চাই না। চাই হাট হাটের জায়গায় থাকুক, আধুনিক মেলা চাইনা। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

ভারতে ধনী হওয়া কেন অপরাধ হয়ে উঠেছে

আর কে সিনহা

মুম্বইয়ে আপনি পিরোজশা গোদরেজ মার্গ দেখতে পারবেন। তিনি রাজনেতা, লেখক, স্বাধীনতা সংগ্রামী অথবা কবি নন। আমাদের দেশে সাধারণত সড়ক, স্টেডিয়াম, পার্ক প্রভৃতির নাম তাঁদের নামেই রাখা হয়। গোদরেজের সম্পর্ক মূলত গোদরেজ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। তিনি মূলত ব্যবসায়ী ছিলেন এবং একজন ব্যবসায়ী হিসেবেই দেশ নির্মাণে মূল্যবান অবদান রেখেছে গোদরেজ। এটা খুব পুরানো কথা নয়, সেই সময় দেশের উদ্যোগপতিদের সম্মান করা হত। এখন সময় বদলেছে। বর্তমানে কিছু বিক্ষিপ্ত মানসিকতার মানুষজন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগপতিদের পিছনে পড়ে রয়েছে। আমি রিলায়েন্স এবং আদানি গ্রুপের বিষয়ে বলছি। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (আরআইএল) পেট্রোকেমিক্যালস, টেক্সটাইল, প্রাকৃতিক সম্পদ, খুচরা বাণিজ্য ও টেলিকম ক্ষেত্রে বড় ব্যবসা করে। রিলায়েন্স ভারতের অন্যতম লাভজনক সংস্থা। এর অর্থ হল রিলায়েন্সের কয়েক মিলিয়ন শেয়ারহোল্ডাররাও বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুনাফার অংশীদার। রিলায়েন্স লক্ষ লক্ষ পেশাদার মানুষ কাজ করেন। প্রত্যেকের বেতন এতটাই বেশি যে সকলেই ট্যাক্স দেন। একইভাবে লক্ষ লক্ষ শেয়ার হোল্ডার রয়েছে। রিলায়েন্স থেকে প্রতিবছর মোটা অংকের লাভ্যাংশ পান তাঁরা।

এবার একটু আদানি গ্রুপ সম্পর্কে বলা যাক। আদানি মূলত কয়লা বাণিজ্য, কয়লা খনন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদ কোম্পানি। আদানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গৌতম আদানি। দেশের বৃহত্তম এক্সপোর্ট কোম্পানির মধ্যে অন্যতম আদানি গ্রুপ। গৌতম আদানি জন্মেছিলেন আহমেদাবাদে, সাধারণ পরিবারে। গৌতম মিলিয়ে মোট ৭ ভাই-বোন। ফলে পড়াশোনা করার মধ্যেই অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে বি কম-এ ভর্তি তো তিনি হয়েছিলেন, কিন্তু পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ১৮ বছর বয়সেই অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি মুম্বই এসেছিলেন এবং একটি ডায়মন্ড কোম্পানিতে সামান্য টাকায় কাজ করা শুরু করেন। দু"বছর সেখানে কাজ করার পর গৌতম আদানি ঝভেরী বাজারে নিজস্ব ডায়মন্ড আউটফিট খোলেন। এরপর থেকেই তাঁর জীবনে নতুন ছন্দ আসে। ১৯৮১ সালে আদানির বড় ভাই মনসুখভাই আহমেদাবাদের প্লাটিকে একটি ইউনিট শুরু করেছিলেন এবং গৌতমকে কোম্পানি চালানোর কথা বলেছিলেন। এরপর তিনি দাদার পিভিসি ইউনিটের দায়িত্ব নেন এবং ধীরে ধীরে ব্যবসার প্রগতি হয়। ১৯৮৮ সালে তিনি এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট কোম্পানি আদানি এন্টারপ্রাইজের স্থাপনা করেন। এখন আদানি গ্রুপের ব্যবসা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

ধীরুভাই আম্বানি রিলায়েন্স সূচনা করেছিলেন এবং তা আকাশচুম্বী করেছেন তাঁর ছেলে মুকেশ আম্বানি। গৌতম আদানি তো প্রথম প্রজন্মের উদ্যোগপতি। তাঁকে দেখে উৎসাহিত হওয়া উচিত দেশের যুব সমাজের। কিন্তু, তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে খলনায়ক করা হচ্ছে। এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। কিছু মনে করবেন না, আমাদের দেশেই এমনটা হচ্ছে।

ইউপিএ সরকারের আমলে ২০১৩ সালে কুমার মঙ্গলম বিড়লা গ্রুপের চেয়ারম্যান আদিত্য বিড়লার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল। ওই মামলায় কর্পোরেট ভারত হতবাক হয়ে গিয়েছিল। টাটা গ্রুপের প্রাণপুরুষ রতন টাটা, মাহিন্দ্রা এন্ড মাহিন্দ্রা প্রমুখ আনন্দ মাহিন্দ্রা, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান দীপক পারেখের সমতুল্য ছিলেন তিনি। এর আগে কুমার মঙ্গলমের নাম কোনও বিবাদে জড়ায়নি। এই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট দায়ের করার পরই আলোড়ন পরে গিয়েছিল। আমরা যদি নিজ দেশের কর্পোরেট জগতের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে "মিথ্যে" অভিযোগ আনি, তাহলে বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি কলুষিত হবে। জানি না কেন, বিনা কোনও কারণে খ্যাতনামা শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হচ্ছে? আদিত্য বিড়লা গ্রুপের প্রায় ৪০ টি দেশে উপস্থিতি রয়েছে। কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স দেয়, যা দেশের প্রগতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। আপনারা হয়তো উপলব্ধি করেছেন, আমাদের দেশের একটি সমাজ, যাঁরা ধনীদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ। তাঁদের ত্রুটি খুঁজে বের করে। লোকসভা, রাজ্যসভা অথবা বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন কোনও ধনী প্রার্থী নিজের সম্পত্তির বিবরণ দেন, তখন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। যাঁর সম্পত্তি ঠিক-ঠাক হয়, তাঁকে সন্দেহের নজরে দেখা হয়।

আমি যখন রাজ্যসভায় মনোনয়নের জন্য গিয়েছিলাম এবং নিজের উপার্জন ও সম্পত্তির সঠিক বিবরণ দিয়েছিলাম, তখন আমাকে সবথেকে ধনী সাংসদ বলা হচ্ছিল। একদিন আমরা সবাই সেন্ট্রাল হলে বসে গল্প করছিলাম। কংগ্রেসের একজন বড় নেতা ওয়েটারকে বলেছিলেন, আমাদের সঙ্গে যে কয়েকজন মাননীয় সাংসদ বসে রয়েছেন, তাঁদের বিল ওই দিকে দিয়ে দেবেন, এখানে দেশের সবথেকে ধনী সাংসদ বসে রয়েছেন। আমি বললাম, রাজা সাহেব, আপনার হুকুম শিরোধার্য। ওই কথায় আমি খুশিই হয়েছিলাম। আমি কোনও রাজ পরিবারের জন্মগ্রহণ করিনি এবং সাংবাদিকতার চাকরি ২৩০ টাকা বেতনে শুরু করেছিলাম, তাই আমার ভালো লেগেছিল। আমি কঠোর পরিশ্রমের পর উপার্জিত অর্থে ট্যাক্সও দিচ্ছি। যাঁর কাছে অধিক অর্থ থাকে, তাঁদেরই ছদ্মবেশী-নৈতিকতাবাদীরা ঘিরতে থাকে।

১৯৯১ সালের পর অর্থনৈতিক উদারকরণের কারণে দেশে দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের মাধ্যবিত্তরা দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন। নতুন নতুন শিল্পটি সামনে আসছেন। মূল কথা হল এই যে, আমরা কী কখনও কোনও উদ্যোগপতিকে সম্মান করব? উদাহরণ স্বরূপ ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নীলেকেনি যাতে সংসদ না যেতে পারেন? ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু হেরে যান। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রোহিণী প্রতি বছর মোটা অঙ্কের টাকা শিক্ষার প্রচার-প্রসারের জন্য খরচ করেন। এমন ধরনের ব্যক্তিত্বের কী সংসদ অথবা বিধানসভায় যাওয়া উচিত নয়? মনে হচ্ছে ধনীদের সর্বজনীন জীবনে আসা অনেকের পছন্দ নয়। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় মহাত্মা গান্ধী কোনও দরিদ্র পরিবার থেকে ছিলেন না অথবা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অথবা সুভাষ চন্দ্র বসু ধনী পরিবার থেকে ছিলেন। সৎভাবে অর্থ উপার্জন করা কী অপরাধ? (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার ভারত বিকাস পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলনের। ছবি- নিজস্ব।

অমর্ত্য সেন ইস্যুতে অনড় বিশ্বভারতী ফের মুখ খুলল

শান্তিনিকেতন, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : আইনী চিঠির ঠেলা! নাকি ইমেজ উদ্ধার। একদিকে অমর্ত্য সেনের সঙ্গে উপাচার্যের ফোনালাপ বিতর্ক পাশাপাশি তার পৈতৃক বাড়ির জায়গা নিয়ে দাবি পাল্টা দাবি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আইনী চিঠি পাঠিয়েছেন নোবেলজয়ী। তাই জোড়া ধাক্কা সামাল দিতে তথ্য দিয়ে ফোনালাপের সত্যতা প্রমান করতে তৎপর বিশ্বভারতী। শনিবার বিকালে বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন বিশ্বভারতীর ভার প্রাপ্ত কর্ম সচিব অশোক মাহাতো।

বৈঠকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়,' এখন এই যন্ত্র প্রযুক্তির যুগে কে কাকে ফোন করে ছিলেন (অধ্যাপক সেন উপাচার্য কে ফোন করে ছিলেন কিনা) তা সহজেই জানা যায়। এবং সে ভাবেই এই তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা হতে পারে।' প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবি ফোন নাম্বারের উল্লেখ করে। অরবিন্দ নামে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ২০১৯ সালে দিল্লি থেকে ফ্লাইটে কোলকাতা ফিরছিলেন উপাচার্য। সেই সময় অধ্যাপক অমর্ত্য সেন (ভারত রত্ন) তার সঙ্গে কথা বলতে চান। উপাচার্য ফোন কল টি ন্যান।অধ্যাপক সেন তার প্রতীচী বাড়ির দুধারে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অবৈধ দোকান গুলি ভেঙে দেওয়ার সমালোচনা করেন। এবং এর জন্য নানা রকম প্রশ্ন তুলতে থাকেন। তার যুক্তির স্বপক্ষে তিনি বলতে থাকেন। এই দোকান গুলি রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে সেখানে আছে। এবং তারা ও বিশ্বভারতীর অংশ বিশেষ। এবং দোকান গুলি তুলে দেওয়া হলে সম্ভাব্য কি কি সমস্যা হতে পারে। তার ব্যাখা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, সহজে সব্জি বা আনাজ পাতি কেনা। বা ধরা যাক তার মেয়ের গাড়ি টায়ার পাংচার হয়ে গেলে সহজে তা সরিয়ে দেবার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে।'

প্রসঙ্গত, ফোনালাপ বিষয়ে, ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যের ইমেলের উত্তরে বিশ্বভারতীর এই দাবি কে আগেই খারিজ করেছেন অর্মত্য সেন। তবুও ফের কেন বিশ্বভারতী প্রেস বিবৃতি দিল? অমর্ত্য বাবু আইনী নোটিশ এর কারনেই এই বিবৃতি বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ মিটিংয়ে বিশ্বভারতীর জমি বেহাত হওয়া নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উপাচার্য অমর্ত্য সেনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। সেই আভ্যন্তরীণ মিটিং এর তথ্য প্রকাশ্যে আনা আইন বিরুদ্ধ বলে মন্তব্য করা হয়েছে।বলা হয়েছে, 'সি সি এল রুল ১৯৬৪ অনুযায়ী ভেতরের কথা বাইরে বলার ক্ষেত্রে একটা নিষেধ আছে যা বিশ্বভারতীর সব কর্মী মেনে চলতে বাধ্য।' কিন্তু নিজে সেই মিটিং এ উপস্থিত না থেকে অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য এই আভ্যন্তরীণ বিষয় টি অমর্ত্য বাবু ও সাংবাদ মাধ্যমে এনেছেন বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে এদিনের প্রেস বার্তায় নোবেলজয়ী সম্বন্ধে দরাজ প্রশংসা শোনা গেছে। কারন একদিকে নোবেলজয়ীরই আইনী নোটিশ অন্যদিকে এই ইস্যুতে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বভারতীর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা। ফলে ইমেজ উদ্ধারের পাশাপাশি আইনী নোটিশ সামাল দিতে শেষ মেষ নোবেলজয়ীর সুখ্যাতি করেছে বিশ্বভারতী। সাফাই দিয়ে বলা হয়েছে,' উপাচার্য, অধ্যাপক অমর্ত্য সেন কে অভিযুক্ত করে কিছু বলেন নি। বিদ্যা জগতে তার অপরিসীম অবদানেএর জন্য অধ্যাপক সেন পরম শ্রদ্ধেয়।' উল্টে বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ আলোচনা প্রকাশ্যে আনার জন্য বিশ্বভারতীর শিক্ষক সংগঠন ভিবিউফা সদস্যের কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। যে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য।

পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর 'জমি দখল' করে আছে বলে বিতর্ক ও উঠে এসেছে। সেই বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশ্বভারতী রাজ্য সরকারের কোর্টে বল ঠেলেছে। কারন এই ইস্যুতে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজে নোবেলজয়ীর পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পালটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে চিঠি পাঠান অমর্ত্য সেন। মুখ্যমন্ত্রী এই ইস্যুতে বিশ্বভারতীর কঠোর সমালোচনা করে বলেন, 'বিশ্বভারতী কে দাঙ্গার জায়গায় পরিনত করা হচছে।' তাই বিশ্বভারতী ও অমৃত্য বাবু জমি বিতর্কে সুকৌশলে রাজ্য সরকার কে সার্ভেযার নিয়োগ করে তদন্তের দাবি করেছে।প্রেস বিজ্ঞপ্তি তে বলা হয়েছে, 'অধ্যাপক সেনের বিরুদ্ধে জমি দখলের যে অভিযোগ বিশ্ব বিদ্যালয় করেছে তার ও সহজ নিষ্পত্তি হতে পারে। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভুমি ও ভুমি সংস্কার দপ্তর থেকে সার্ভেযার এনে ওই জমির মাপ নেওয়া যায়।' এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কর্ম সচিব অশোক মাহাতো বলেন, আমি যদি নিশ্চিত ও হই তবুও একটা আইনানুগ পদ্ধতি আছে। তালিকা খুব লম্বা। তাতে ওনার জায়গায় যেমন বিশ্বভারতীর জমি ঢুকে আছে। তেমন আরও অনেকেরই আছে। ওটা নিশ্চিত হবার জন্য মাপজোপ করা যেতেই পারে। তাই আমরা রাজ্য সরকার কে প্রস্তাব দিচ্ছি।'

একের পর এক এক বিতর্কে বিশ্বভারতী ফলে রবীন্দ্র প্রেমী দের কাছে ও বর্তমান বিশ্বভারতী প্রশাসনের ইমেজ তলানিতে ঠেকেছে। এই অবস্থায় উপাচার্যের সমালোচনা হচ্ছে দেশ জুড়ে। তাই তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে উপাচার্য কাজের ও ফিরিস্তি দিতে বিশ্বভারতীর জমি উদ্ধারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে, বলা হয়েছে,' উপাচার্য এই জাতীয় সমালোচনার লক্ষ্য হন কারন তার পরিচালনাধীন প্রশাসনই বিশ্বভারতীর ন্যায্য জমির পুনরুদ্ধার করেছেন। উল্লেখ্য বিশ্বভারতীর ১১৩০ একর জমির মধ্যে প্রায় ৭৭ একর ইতিমধ্যেই বেআইনি ভাবে দখল হয়ে গেছে।'

এছাড়াও এদিন অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য কে সাসপেন্ড করার ব্যাখা দেওয়া হয়েছে প্রেস বিবৃতিতে।

শিলচরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের অনুদানপত্র বিতরণ

শিলচর (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : শিলচর পুর এলাকার ৪০০ জন সুবিধাভোগীকে অনুদানপত্র প্রদান করেছেন শিলচরের বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল, উধারবন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম, কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি এবং শিলচর পুর বোর্ডের প্রশাসক সুমিত সাত্তায়ন।কাছাড় জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় এবং নগরোন্নয়ন বিভাগ ও শিলচর পুর সভার যৌথ উদ্যোগে শনিবার শিলচরের গান্ধী ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতাধীন সুবিধাভোগীদের অনুদান পত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শিলচরের বিধায়ক দিলীপ কুমার পাল অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার, রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের নেতৃত্বাধীন সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের আমলে কোনও উন্নয়ন হয়নি। বিধায়ক পাল বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে সরকার এককভাবে উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। তবে সরকারের বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। তিনি ২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দুই কোটি মানুষ পিএমএওয়াই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হবেন বলে দাবি করেছেন।দিলীপ পাল বলেন, প্রথম কিস্তি হিসেবে সুবিধাভোগীরা ৮০ হাজার এবং দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে ৯০ হাজার টাকা পাবেন। সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা স্থানান্তরিত হবে। তাঁদের বাড়িঘর নির্মাণ শেষ হলে, ৩০ হাজার টাকা তাঁদের নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে বলে জানান বিধায়ক পাল।উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি সোম বলেন, সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সব ধরনের সহায়তা করছে। পিএমএওয়াই প্রকল্পের বলে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, সরকারের উদ্যোগে পিএমএইওয়াই প্রকল্পের আওতায় বাড়িঘর নির্মাণের জন্য সুবিধাভোগীরা এই সুযোগ পাচ্ছেন। পিএমএওয়াইয়ের উদ্দেশ্যের উপর গুরুত্ব প্রদান করে তিনি বলেন, প্রকল্পটির লক্ষ্য দরিদ্র জনগণকে তাঁদের নিজস্ব বাড়ি তৈরির লক্ষ্য নিয়ে ৩১ মার্চ, ২০২২ সালের মধ্যে সাশ্রয় মূল্যের আবাসনের ব্যবস্থা করা।এই প্রকল্পের দুটি উপাদান রয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা (নগর) শহরের দরিদ্র জনগণের জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (দরিদ্র) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য। এই প্রকল্পটি অন্যান্য প্রকল্পের সাথে রূপান্তরিত হয়েছে যাতে আবাসিক ইউনিটগুলিতে টয়লেট, বিদ্যুৎ সংযোগ, উজ্জ্বলা যোজনা, এলপিজি গ্যাস সংযোগ, পানীয় জলের সুবিধা, জন-ধন ব্যাংকিং সুবিধা ইত্যাদি।জেলাশাসক জল্লি বলেন, কোভিড অতিমারিজনিত কারণে প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়েছে। শিলচর পুর সভার নির্বাহী আধিকারিক তথা অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সাত্তায়ন তাঁর কার্যালয়ে কোনও ধরনে সহায়তার প্রয়োজন হলে সুবিধাভোগীদের এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

আরও বেশি সংখ্যক মানুষ টিকাকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে, আশা রাজনাথ সিংয়ের

লখনউ, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.): শনিবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে করোনা প্রতিষেধকের টিকাকরণ অভিযান। এ নিয়ে বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, এদিনের প্রতিষেধক নেওয়ার ফলাফল দেখে আরও বিপুল সংখ্যক মানুষ টিকাকরণ অভিযানে যুক্ত হবেন। ভারতে নির্মিত প্রতিষেধক বিদেশে রফতানি করা হবে। কারণ ভারত বিশ্বাস করে বসুদেও কুটুম্বকম।

এদিন উত্তরপ্রদেশে লখনউতে এসে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী বলে জানান তিনি। প্রথম থেকেই করোনা পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম পর্যায়ে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, ভেন্টিলেটরের অভাব ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলোর কোনো অভাব নেই। করোনা পরীক্ষার পরীক্ষাগার বাড়ানো হয়েছে। অন্যান্য দেশ যেখানে প্রতিষেধক বানানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছে এখানে ভারত নিজের প্রতিষেধক বানিয়ে ফেলেছে।

গুজরাটের তুলনায় বাংলা এগিয়ে, টুইটে দাবী ডেড়েকের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.): প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই গুজরাটের তুলনায় বাংলা এগিয়ে। শনিবার নিজের টুইটারে পরিসখ্যান তুলে ধরে এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন।পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির 'গুজরাট মডেল'এর বিরুদ্ধে পাল্টা 'বাংলা মডেল' কে যে হাতিয়ার করে এগোচ্ছে তৃণমূল সে কথাও স্পষ্ট করেন তিনি।

ডেরেক ও'ব্রায়েন একটি টুইট করে গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ২৫টি পয়েন্ট ভিত্তিক তুলনা টেনেছেন। এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুজরাটের তুলনায় বাংলার স্থান ঠিক কোথায়। তিনি লেখেন, "দিদির আসল বাংলা মোদী-শাহের বহুল চর্চিত ব্যর্থ গুজরাট মডেল থেকে কতটা ভাল তা দেখুন।" এদিন ডেরেকের পরিসংখ্যানে দুই রাজ্যের পুলিশ বাজেট, অপরাধের হার এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের হারের বিষয়টিও তুলে দেওয়া হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, প্রায় সবদিকেই রাজ্য প্রশাসন এগিয়ে রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান ইস্যু নিয়ে বেশ কয়েকটি তুলনা টেনেছেন ডেরেক। যার মধ্যে জিডিপির অগ্রগতি-সহ একাধিক ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের তুলনামূলক পরিসংখ্যান সামনে রাখা হয়েছে। যেখানে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই গুজরাটের তুলনায় বাংলা এগিয়ে রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য পরিষেবা, পাঁচ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে অপুষ্টি, শিক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ ২৫ টি বিষয়ের তুলনা করে টুইট করেন তিনি।

পাথারকান্দিতে প্রথম কোভিড প্রতিষেধক নিলেন ডা. প্রদীপ দে, শনিবার মোট ৫৫ জনকে ভ্যাকসিন

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : গোটা দেশ তথা রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন মহাত্মা গান্ধী মডেল হাসপাতালেও আজ শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান প্রক্রিয়ার শুভারম্ভ হয়েছে। নির্ধারিত পূর্ব সূচি অনুযায়ী আজ সকালে পাথারকান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এসডিএমও ডা. প্রদীপকুমার দে নিজে এই প্রতিষেধক টিকা নিয়ে এই অভিযানের শুভ সূচনা করেন। করিমগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য) রংথ লাংথেঙের উপস্থিতিতে পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীনে প্রথম দিনে মোট ৫৫ জন স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসক কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯ ভ্যা কসিন সম্পর্কে সচেতনতা গড়তে গত বুধবার পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সহ পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি ব্লক আধিকারিক স্বাস্থ্যশ কর্মী এবং সামাজিক সংস্থা চতুরঙ্গ-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণকে কোভিড-১৯ ভ্যা কসিন সম্পর্কে বিশদ তথ্যজানানো হয়েছে। এছাড়া সবাইকে ভ্যা কসিন গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। সভায় এসডিএমও বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে জানান, পর্যায়ক্রমে গোটা পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার জনগণকে কোভিড-১৯ টিকাকরণের আওতায় আনা হবে। উল্লেখ্য, আজ করিমগঞ্জ সিভিল হসপিটালে মোট ৬১ জনকে কোভিড-১৯ টিকা প্রদান করা হয়েছে।

কৃষক সম্মান নিধিতেও হয়তো তৃণমূল নেতাদের নাম পাঠাবেন, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য হয়েও বিধায়ককে করোনার টিকা। রোগী তো নন, তাহলে টিকা কেন? সব জায়গায় একই কাজ করছে তৃণমূল। কৃষক সম্মান নিধিতেও হয়তো তৃণমূল নেতাদের নাম পাঠাবেন। সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলকে আক্রমণ বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভাতারের বিধায়ক সুভাষ মন্ডল, ভাতারের প্রাক্তন বিধায়ক বনমালী হাজরা, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন। এছাড়াও রোগী কল্যাণ সমিতির সঙ্গে যুক্ত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষদেরও নাম ছিল টিকা প্রাপকদের তালিকায়। এক্ষেত্রে করোনা-বিধি মানা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

সংবেদনশীল মানুষের মতো কথা বলেছেন রাজীব, ব্যাখ্যা সৌগত রায়ের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : "রাজীব একজন সংবেদনশীল মানুষের মতো কথা বলেছে। আমাদের সকলের উচিত যুব সমাজের জন্য কিছু করা।"

রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেসবুক লাইভ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। তিনি দাবি করেন, "ওঁর মন্তব্যে কোনও হতাশার সুর নেই। রয়েছে দায়িত্বের সুর। আমাদের সকলের একটা দায়য়বদ্ধতা থাকে সেটা হচ্ছে না। সকলের একটা আশা করে থাকে, সেটা হচ্ছে না।"

এদিন ফেসবুক লাইভে রাজীববাবু বলেছেন, "চাকরি চেয়ে যুব সমাজ পাচ্ছে না দেখে খারাপ লাগছে। যুব সমাজ আগামিকে পথ দেখাবে। কেন যুব সমাজের চলার পথে ব্যাঘাত ঘটবে।"

একজন দাদা হিসেবে যুব সমাজকে গাইড করার চেষ্টা করেছি। যুব সমাজকে পথ দেখালে অনেক কাজ সফল হয়।

রাজ্যে যে সম্পদ, মেধা আছে, তা অন্য কোথাও নেই। যুব সমাজ চাইছে কেউ তাঁদের পথ দেখাক।

দলবদলের জল্পনার মধ্যেই এদিন নিজের ফেসবুক লাইভে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিলেন বনমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোভিড-১৯ টিকার কোনও পার্শ প্রতিক্রিয়া নেই, করিমগঞ্জে ভ্যাকসিন নিয়ে বলেন স্বাস্থ্য যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দৈত্যারি

করিমগঞ্জ (অসম), ১৬ জানুয়ারি (হি.স.) : কোভিড-১৯ টিকা নিয়ে দেশে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ভুয়ো। টিকা নেওয়ার দশ ঘণ্টা পার হওয়ার পরও কোনও পার্শ প্রতিক্রিয়ার অনুভূতি হয়নি। টিকা গ্রহণের পর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে জানান জেলা স্বাস্থ্য যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. অনুপ কুমার দৈত্যারি।

সমগ্র দেশের সঙ্গে আজ শনিবার করিমগঞ্জেও কোভিড-১৯ টিকাকরণ শুরু হয়েছে। জেলায় মোট ১১৬ জন আজ কোভিড টিকা নিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে জেলার চিকিৎসক ও নার্সদের শরীরেই এই টিকা প্রয়োগ করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার সকাল দশটায় করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. অনুপ কুমার দৈত্যারি নিজের শরীরে কোভিড টিকা নিয়ে জেলায় টিকাকরণের সূচনা করেন। করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে এদিন ৬১ জন টিকা নেন। পাথারকান্দি হাসপাতালে ৫৫ জনের শরীরে কোভিড-১৯ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রথম পর্যায়ের করোনা টিকা দেওয়া হল ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে

ঝাড়্গাম, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : শনিবার প্রথম পর্যায়ের করোনা টিকা দেওয়া হল ঝাড়্গামে।এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার মোট চারটি জায়গা থেকে করোনা টিকাকরন শুরু হয়েছে। জেলায় এদিন টিকাকরনের দিন প্রথম টিকা টি নিয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা।এদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে টিকাকরন।করোনা টিকা নেওয়ার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন অসুস্থতার খবর নেই বলে জানিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর।

এদিন টিকাকরনের প্রথম দিন সকাল থেকেই স্বাস্থ্য দফতরের প্রস্তুতি ছিল তুঙ্গে। এদিন ঝাড়গ্রাম নার্সিং ট্রেনিং স্কুল, অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের মিটিং হল, চিল্কিগড় গ্রামীণ হাসপাতাল ও গোপীবল্লভপুর গ্রামীন হাসপাতালে টিকা করনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঝাড়গ্রাম জেলার সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্তদের এই টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।পরবর্তী ক্ষেত্রে ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কারদের দেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।ঝাড়গ্রাম জেলার জন্য সাড়ে নয় হাজার করোনা ভ্যকসিন এসেছে।ঝাড়গ্রাম জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল সহ গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে শয্যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে টিকা নেওয়ার পর কেউ যদি অসুস্থ হয় সেই জন্য। এছাড়া গ্রামীন হাসপাতাল গুলিতেও শয্যা প্রস্তুত আছে।সিসিইউর ব্যবস্থা রয়েছে। বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিন চারশো জনকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন চারশো জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।এরা সকলেই স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে কোন না কোন ভাবে যুক্ত।এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন ' এদিন চারশো জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।এরা সকলেই কোন না কোন ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত। এদিন টিকা নেওয়ার পর কোন অসুস্থতার ঘটনা নেই।'

দেশের সবথেকে সুবিধাবাদী তৃণমূল ও সেই দলের নেত্রী, তোপ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : ""দেশের মধ্যে যদি কেউ সব থেকে সুবিধাবাদী হয়ে থাকেন তবে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস ও তাদের দলনেত্রী।" এই ভাষাতেই ফের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।শনিবার, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার সভা থেকে মমতার মন্ত্রিসভার প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, "আমায় বলছেন বিশ্বাসঘাতক, ওঁদের থেকে আমার সার্টিফিকেট নেওয়ার প্রয়োজন নেই""। রাজীব গান্ধী তৈরি করেছিলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী আশ্রয় দিয়েছিলেন। নইলে কেউ চিনত না, দলই উঠে যেত""।পাশাপাশি এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে শুভেন্দুবাবু বলেন, ""তৃণমূল এখন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হয়ে গিয়েছে। এই এলাকায় একের পর এক নির্বাচনে তৃণমূল হেরেছে। লোকসভা ভোটের পর তৃণমূল পার্টি অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন তোলাবাজ ভাইপোকে দেখা যায় নি। শুভেন্দু এসে তৃণমূল পার্টি অফিস খুলেছিল""।এদিনের সভায় বামেদের শাসনকালের প্রসঙ্গও তোলেন শুভেন্দু। বলেন, "গত ন"বছরে রাজ্যে একটাও শিল্প হয়নি। কিন্তু বামেদের ভূমি সংস্কার খারাপ ছিল না। বাম জমানায় প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষা হত। এখানে ২০১৪ সাল থেকে পরীক্ষা বন্ধ। টেট দুর্নীতি, পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। তবে বাম আমলে নেতাই, নন্দীগ্রাম গণহত্যাকে সমর্থন করা যায় না।" এদিন তিনি বলেন, "বামপন্থী বন্ধুদের বলি লাল ঝান্ডায় মিটিংয়ে যান, কিন্তু ভোটটা পদ্ম ফুলেই দেবেন"। স্বাস্থ্যসাথীকে এদিন "ঢপের চপ" বলেন শুভেন্দুবাবু।

বাঙ্গুর হাসপাতালে টীকা নিতে এলেন না অধিকাংশ স্বাস্থ্য কর্মী

কলকাতা, ১৬জানুয়ারি(হি. স.): এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভ্যাকসিন প্রাপকদের তালিকায় যে ১০০জনের নাম ছিল তার মধ্যে অধিকাংশই অনুপস্থিত ছিলেন শনিবার। ভ্যাকসিন নিতে অনীহার কারণেই এই অনুপস্থিতি বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। সূত্রের খবর, ভ্যাকসিন প্রাপকদের তালিকায় এদিন যে ১০০ জন স্বাস্থ্যকর্মীর নাম ছিল তাদের মধ্যে বেশিরভাগই টিকা নিতে উপস্থিত হননি। ফলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বেজায় বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১০০ জনেরও বেশি প্রাপক হাজির হন টিকা নিতে।

তবে হাসপাতাল সূত্রে খবর, টিকা দেওয়া হয়েছে ১০০ জনকেই। এদিন প্রাপক তালিকায় যাদের নাম ছিল তাঁদের অধিকাংশই অনুপস্থিত থাকায় তাঁদের ফোন করেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দেখা যায় তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই ফোন বন্ধ। এদিকে একটি টিকার ভায়াল খুললে তা ফেলে রাখা যায় না। তাই তালিকায় নাম নেই এমন প্রাপকদের কেও ডেকে এদিন টীকা দেওয়া হয়।

সংখ্যালঘু শিক্ষক শিক্ষিকা বলেই রাজ্যের চরম অমানবিকতা, প্রশ্ন মাদ্রাসা শিক্ষকদের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : শনিবার আন্দোলনের পঞ্চম দিনে ওয়েস্টবেঙ্গল রেকগনাইজ আন-এডেড মাদ্রাসা টিচার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা আমরণ অনশন শুরু করলেন।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক পলাশ রম এক বিবৃতিতে জানান, "হাই কোর্টের অনুমতি নিয়ে সল্টলেক বিকাশ ভবনের মেট্রো কার-শেডের সামনে এই মুহূর্তে প্রায় ২০০ শিক্ষক শিক্ষিকা অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। একজন শিক্ষিকা ও দু'জন শিক্ষক আমরন অনশনে আছেন। এদিন থেকে আমাদের আমরন অনশন কর্মসূচি শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ খোলা আকাশের নিচে। পুলিশের সম্পূর্ণ অসহযোগিতায় এই আন্দোলন ক্রমাগত বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে। ন্যূনতম পানীয় জল ও বায়োটয়লেটের কোনও ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষক-শিক্ষিকার অদম্য ইচ্ছায় এই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করছে। যতদিন তাঁদের দাবি না পূরণ হচ্ছে ততদিন এই আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আমাদের আমরন অনশন কর্মসূচিতে এদিন তিন জন হলেও আগামী দিনে আরও বাড়বে। যদি রাজ্য সরকার আমাদের দাবি না মানে তাহলে আমরা আর জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফিরব না।'

মণীশ তিওয়ারির নিন্দায় সরব হর্ষবর্ধন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.): করোনা প্রতিষেধকের কার্যকারিতা এবং মানব শরীরের জন্য আদৌ নিরাপদ কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারির নিন্দায় মুখর হলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি প্রতিষেধক নিয়ে অযথা গুজব এবং বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।শনিবার নিজের টুইট বার্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী লিখেছেন, মণীশ তিওয়ারি এবং কংগ্রেস প্রতিষেধক নিয়ে বিভ্রান্ত এবং গুজব ছড়িয়ে যেতে আগ্রহী। তাদের চোখ খুলে সেই সকল ছবি দেখা উচিত যেখানে চিকিৎসক এবং সরকারি কর্মীরা প্রতিষেধক গ্রহণ করছেন। মণীশ তিওয়ারির বোঝা উচিত ভারতের বিজ্ঞানীরা প্রতিষেধক তৈরি করতে দ্রুত গতিতে কাজ করে গিয়েছে। নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রেখে এই প্রতিষেধক গড়ে তোলা হয়েছে। সবকটি পর্যায় পেরিয়ে এই প্রতিষেধক তৈরি করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি দাবি করেছিলেন, করোনা প্রতিষেধকের কার্যকারিতা সন্দেহাতীত থাকলে তবে কেন কোন সরকারি আমলা প্রতিষেধক নিচ্ছেন না।

দলের কাছে ধমক খেয়ে সুর বদলালেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর কাজ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে দলের উর্দতন কর্তৃপক্ষের কাছে ধমক খেয়ে সুর বদলালেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব।

গতকালই দলীয় সতীর্থ তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পর্কে প্রকাশ্য সভায় মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী গৌতম দেব।দলের কাছে তা নেতিবাচক মনে হয়েছে। তার পরেই শনিবার সকালে তৃণমূল সভাপতি সুব্রত বক্সীর ফোন যায় গৌতম দেবের কাছে। বিবাদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দেন তিনি। এরপরে সুর বদল করেন গৌতমবাবুও। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "একটা ঘরোয়া বৈঠকে আবেগপ্রবণ হয়ে এই মন্তব্য করে ফেলেছিলাম। ভুল বুঝতে পেরেছি। বক্সিদা ফোন করেছিলেন। কথা হয়েছে। এবার থেকে কোনও সমস্যা থাকলে দলের মধ্যেই জানাব।"

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শেষ হলো কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব

আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হচ্ছে আট দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবছবি: ভাস্কর মুখার্জি

আজ শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হচ্ছে আট দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। ৮ জানুয়ারি বিকেল ৪টায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সচিবালয় নবান্নের সভাঘরে ভাচ্যুয়ালি কলকাতার এই উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেছিলেন বলিউড তারকা শাহরুখ খান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গতকাল এই উৎসবে প্রদর্শিত হয় বাংলাদেশের ছবি 'নোনাজলের কাব্য'। সন্ধ্যা ৬টায় নন্দন-২ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হয় ছবিটি। ছবি দেখে উপস্থিত দর্শকেরা প্রশংসা করেন।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন রেজওয়ান শাহরিয়ার। ভারতের মাটিতে ছবিটির দ্বিতীয় প্রদর্শনী হলো। এর আগে গত ১০ জানুয়ারি বেলা ৩টায় ছবিটি এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম প্রদর্শিত হয় কলকাতার রবীন্দ্র-ও কাকুরা প্রদর্শনী ভবনে।

ছবির কাহিনি গড়ে উঠেছে এক শিল্পীর সমুদ্রপাড়ের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে ছবি আঁকাকে ঘিরে। এই শিল্পীর ছবি আঁকা নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে ভালোবাসা, সংঘাত উঠে এসেছে ছবির কাহিনিতে।

ছবিটি দর্শকেরা পছন্দ করেছেন। এর আগে ছবিটি বিএফআই লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়। ছবিতে অভিনয় করেছেন শতাব্দী ওয়াদুদ, তিতাস জিয়া, তাসনুভা তামান্না প্রমুখ। ছবিটি দেখানো হয় উৎসবের নেটপ্যাক ক্যাটাগরিতে। এই উৎসবে এবার সব ছবি দেখানো হয়েছে বিনা মূল্যে।

বিগত বছরের মতো এবার অবশ্য উৎসবে তারকাদের খুব একটা ভিড় হয়নিছবি: ভাস্কর মুখার্জি

উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ—বিদেশের একঝাঁক তারকা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবছরই এই উৎসব নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু করোনার কারণে এবার এই উৎসবের তারিখ দুবার পিছিয়ে অবশেষে করা হয় ৮ জানুয়ারি।

বিগত বছরের মতো এবার অবশ্য উৎসবে তারকাদের খুব একটা ভিড় হয়নি। আটটি সরকারি প্রেক্ষাগৃহে উৎসবের ছবিগুলো দেখানো হয়েছে। এবার উৎসবে এসেছে পূর্ণদৈর্ঘ্য ৮১টি এবং ৫০টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। বাংলাদেশ থেকে ছিল রেজওয়ান শাহরিয়ারের ছবি 'নোনা জলের কাব্য'। এবারের এই উৎসবের উদ্বোধনী ছবি ছিল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'অপুর সংসার'। গত বছর ছিল সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। কলকাতার এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ১৯৯৫ সালে শুরু হয়েছে।

উৎসবে সদ্য প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ছবি: কোলাজ

এবার উৎসব আয়োজিত হয়েছে স্বল্প পরিসরে। উৎসবে সদ্য প্রয়াত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর, অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় আর সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এবারের উৎসবে এই তিন প্রখ্যাত শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ ছাড়া এই উৎসবে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় প্রয়াত চলচ্চিত্র তারকা বাসু চট্টোপাধ্যায়, ঋষি কাপুর, ইরফান খান, তাপস পাল, অমলা শঙ্কর ও সন্তু মুখোপাধ্যায়কেও।

প্লাজমা দান করলেন টম হ্যাংকস

এই না হলে নায়ক! এ নায়ক শুধু পর্দার নয়, বাস্তব জীবনেরও। তিনি টম হ্যাংকস, যিনি এক মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয়বার প্লাজমা দান করেছেন করোনা চিকিৎসায়।করোনাযুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে খুব বেশি সময় নেননি টম হ্যাংকস। এরই মধ্যে দ্বিতীয়বার করোনা ভ্যাকসিন গবেষণাগারে রক্ত দিয়ে তিনি আবারও বাস্তব জীবনের নায়কের পরিচয় দিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ছবিও শেয়ার করেছেন 'ফরেস্ট গাম্প'-এর অভিনেতা। সঙ্গে লিখেছেন 'প্লাজম্যাটিক'। এক মাস আগেও গবেষণার জন্য প্লাজমা দিয়েছিলেন টম হ্যাংকস।

করোনা মোকাবিলায় প্লাজমা থেরাপি নিয়ে ভারতসহ বিভিন্ন দেশেই গবেষণা চলছে। যেকোনো ধরনের সংক্রমণের ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়। সেই অ্যান্টিবডি কোনো সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি করতে পারছে কি না, সেটা দেখাই প্লাজমা থেরাপি। এককথায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তির প্লাজমা দিয়ে অন্যদের ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচাতেই প্লাজমা থেরাপি নিয়ে বিশ্বজুড়ে গবেষণা চলছে।

মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ায় শুটিং চলাকালীন করোনায় আক্রান্ত হন টম হ্যাংকস ও তাঁর স্ত্রী রিটা উইলসন। তাঁরাই প্রথম সেলিব্রিটি, যাঁরা প্রকাশ্যে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা জানান। এ মুহূর্তে হলিউডের সেলিব্রিটি দম্পতি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনা মোকাবিলার অভিজ্ঞতা শেয়ারও করছেন। একই সঙ্গে নিজের প্লাজমা দিয়ে করোনার হাত থেকে অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন টম হ্যাংকস। অস্ট্রেলিয়ায় একটি বায়োপিকের জন্য শুটিং করছিলেন, সেখানেই টম ও স্ত্রী রিটা উইলসনের করোনা অর্থাৎ 'কোভিড-১৯' পজিটিভ ধরা পড়ে। পরে দম্পতি মার্চ মাসের প্রথম দিকে ফিরে আসেন লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং দুই সপ্তাহের বেশি সময় কোয়ারেন্টিনে ছিলেন।

করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর ইনস্টাগ্রামে জানিয়ে টম হ্যাংকস লিখেছিলেন, 'আমাদের হঠাত করেই খুব ক্লান্ত লাগছিল, সর্দি হয়েছিল এবং সারা শরীরে যন্ত্রণা হচ্ছিল। রিটার মাঝেমধ্যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বরও আসছিল। নিশ্চিত হতেই আমাদের করোনাভাইরাসের পরীক্ষা হয়। আর তখনই জানা যায়, আমরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। এবার কী করণীয়? কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যা এখন মেনে চলতে হবে। আমাদের আরও কিছু পরীক্ষা হবে, নজরে রাখা হবে এবং সবার থেকে আলাদা করে রাখা হবে।'

'স্বপ্নের নায়ক' টম ক্রুজ

টম ক্রুজের প্রকৃত নাম থমাস ক্রুজ ম্যাপোথার চতুর্থ। জন্মেছেন ১৯৬২ সালের ৩ জুলাই নিউইয়র্কের সারাকুজে। সেই হিসাবে কিছুদিন আগেই ৫৭ বছর শেষ করে বয়স ৫৮ চলছে। কিন্তু ছবি দেখে কি বোঝা যায়? প্রকৌশলী বাবা ও শিক্ষিকা মায়ের একমাত্র পুত্রসন্তান ক্রুজ স্কুলজীবনে অ্যাথলেট হিসেবে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন, আর প্রায় প্রতি রাতেই হকি খেলতেন। অবশ্য অ্যান, ম্যারিয়ান ও ক্যাস নামে তাঁর তিন বোন আছেন। ছবি: সংগৃহীতস্কুলে পড়ার সময় ক্রুজের কুস্তি খেলার প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা পাওয়ার পর কুস্তি ছেড়ে তিনি স্কুলের বার্ষিক প্রযোজনা 'গাইজঅ্যান্ড ডলস'-এ অডিশন দেওয়ার মধ্য দিয়ে অভিনয়ে নাম লেখান। বিশ্বাস করুন বা না করুন, আপনার স্বপ্নের নায়ক ছোট্টবেলায় ঠিক এমনটাই দেখতে ছিলেন। ছোটবেলায় তিনি ডিসলেক্সিয়ার সমস্যায় ভুগতেন। বিষয়টি সহপাঠীদের নজরে আসা নিয়ে সব সময় খুব উদ্বিগ্নও থাকতেন তিনি। এই হলো কৈশোরের টম ক্রুজ। ক্রুজ প্রথম বিয়ে করেন মিমি রজারসকে। ১৯৮৭ সালে ৩১ বছর বয়সী মিমি রজারকে বিয়ের সময় ক্রুজের বয়স ছিল ২৪। দুই বছর বাদে তাঁরা আলাদা হয়ে যান। টম ক্রুজ ও নিকোল কিডম্যান। ১৯৯০ সালে ক্রুজ বিয়ে করেন ২৩ বছর বয়সী নিকোল কিডম্যানকে। ২০০1 সালে যখন তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। নিকোল কিডম্যান, টম ক্রুজ ও তাঁদের দুই সন্তান। টম ক্রুজ ও কেটি হোমস। ২০০৬ সালের ১৮ নভেম্বর ২৭ বছর বয়সী কেটি হোমসকে বিয়ে করেন ৪৪ বছরের ক্রুজ। তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয় ২০১২ সালে। এটি টম ক্রুজ আর কেটি হোমসের বিয়ের ছবি। কন্যা সুরি হোমসকে কোলে নিয়ে বিয়ে করেছিলেন এই জুটি। আলাদিনের অ্যানিমেটেড চরিত্রটির চেহারার গঠন আর চুলের স্টাইল টম ক্রুজের আদলে করা। তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ কোথায় উঠে চড়েছেন টম? ১৯৯০, ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালে 'পিপল ম্যাগাজিন' ক্রুজকে বিশ্বের ৫০ জন সুন্দরতম মানুষের মধ্যে স্থান দিয়েছে। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে তিনটি গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার। এ ছাড়া তিনবার অস্কারের মনোনয়নও মিলেছে। সে রকমই একটা অনুষ্ঠানে ভক্তদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন টম ক্রুজ।

১৯৯৫ সালে 'এমপায়ার' ম্যাগাজিন তাঁকে চলচ্চিত্র ইতিহাসে ১০০ জন যৌন আবেদনময় তারকার মাঝে স্থান দেয়। ২০০৬ সালে 'ফোর্বস' ও 'প্রিমিয়ার' ম্যাগাজিন তাঁকে বিশ্বের সবচে শক্তিশালী তারকা হিসেবে আখ্যায়িত করে। সিনেমাতে প্রায়ই দেখা যায়, হেলিকপ্টার ধরে ঝুলছেন। উঁচু ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিতে। প্রায় প্রতিটা সিনেমায়ই দেখা যায় মেরে একাকার করছেন প্রতিপক্ষের লোকজনকে। আপনার এই প্রিয় তারকা কিন্তু পাহাড় বেয়েও উঠতে পারেন।তবে বড়বেলায় দেখা গেল তিনি এই দৌড়াচ্ছেন তো এই উড়ছেন।

নওয়াজুদ্দিনের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ

ভারতের উত্তর প্রদেশের এক কৃষক পরিবারে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর জন্ম। ভাগ্যের অন্বেষণে একসময় দিল্লিতে পাড়ি জমান। সেখানেই মঞ্চ অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে এই অভিনেতার। পরে তাঁকে ভারতের জাতীয় নাট্যশালায় দারোয়ানের চাকরি করতে হয়েছিল দেড় বছর।

এভাবেই নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হন তিনি। সেখান থেকে বড় পর্দায়। তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন নিজেকে। 'মাঝি দ্য মাউন্টেন ম্যান' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করে নিজের জাত চিনিয়েছিলেন এই অভিনেতা। সে সময় টুইটারে নওয়াজুদ্দিন সম্পর্কে ভারতের প্রবীণ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা লিখেছিলেন, 'নওয়াজুদ্দিন এ শতকের সেরা আবিষ্কার।'

সাধারণ কৃষক পরিবারের সন্তান নিজেকে আজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলিউডে। অনেক প্রসংশা, বিশেষণ তাঁর নামের সঙ্গে। কিন্তু আলোর বিপরীতে নিকষ কালো অন্ধকার।

সুনামের পাশাপাশি নওয়াজুদ্দিনের বদনামও কম নয়। সে সূত্রে দিনকাল মোটেও ভালো যাচ্ছে না তাঁর। ৭ মে নওয়াজের হোয়াটসঅ্যাপ ও ই—মেইলে তালাকের আইনি নোটিশ পাঠান তাঁর স্ত্রী আলিয়া সিদ্দিকী। অভিযোগ গুরুতর। অভিযোগ ব্যক্তি নওয়াজ এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। শুধু স্ত্রী নন, অভিযোগ করেছেন সাবেক প্রেমিকাও।

পারিবারিক নির্যাতন

নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে পারিবারিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছেন আলিয়া সিদ্দিকী। তাঁর প্রকৃত নাম অঞ্জনা কিশোর পাণ্ডে। অভিযোগ, নওয়াজ গায়ে হাত না তুললেও অভিনেতার ভাই শামাস সিদ্দিকি আলিয়াকে মারধর করেছেন। বলিউডলাইফকে দেওয়া সাক্ষাতারে নওয়াজের স্ত্রীর অভিযোগ, 'নওয়াজ আমার ওপর কোনো দিনও হাত তোলেনি। কিন্তু ওর চিতার, ঝগড়া আমার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। শুধু ওটাই (মারধর) বাকি ছিল। কিন্তু ওর পরিবার আমার ওপর মারাত্মক মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করেছে। ওর ভাই আমাকে মেরেছে পর্যন্ত। ওর মা, ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রী মুম্বাইতে আমাদের সঙ্গেই থাকত। অনেক বছর ধরে আমি এগুলো সহ্য করছি। ওর প্রথম স্ত্রী ঠিক একই কারণে ওকে ছেড়ে গিয়েছিল।'

এখানে শেষ না, তাঁর স্ত্রীর দাবি এটি নাকি সিদ্দিকী পরিবারের ঐতিহ্য! সিদ্দিকী পরিবারের স্ত্রীরা তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত সাতটা এই ধরনের মামলা করেছেন। আজ পর্যন্ত চারটে ডিভোর্স হয়েছে ওই পরিবারে, এটা পাঁচ নম্বর। তাদের পরিবারটাই ওই রকম। লোকলজ্জা ঢাকার অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছি, কিন্তু আর কত সহ্য করব!'

আলিয়া সিদ্দিকী বলেন, 'আমার আত্মসম্মানটা ওরা সবাই মিলে ধ্বংস করে দিয়েছে। পরিবার—পরিজন ছেড়ে আমি শুধু ভালোবাসার টানে এসেছিলাম ওর ঘরে। কিন্তু আমার জীবনটা খুব বাজেভাবে পাল্টে গেল।'

মুম্বাইয়ের 'স্পটবয়' পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আলিয়া জানান, একটা নয়, তাঁর সঙ্গে নওয়াজের বিচ্ছেদের হাজারটা কারণ রয়েছে। তাঁর কথায়, 'সারা জীবন আমাকে অপমান করে গিয়েছে ও। "গ্যাংস অব ওয়াসিপুর" ছবির পর হঠাৎ করেই ওর নামডাক হতে শুরু করে। এরপরেই আমার প্রতি ওর আচরণ বদলে যেতে থাকে। আমরা যখন বিয়ে করি, তখন নওয়াজের কিচ্ছু ছিল না। তখন বাসা ভাড়া আমি চালাতাম। এখন ওর চারটে বাংলো হয়েছে, কিন্তু একটা সময় কী ছিল ওর? আজ সব ভুলে গিয়েছে ও। সব।'

অভিযোগে আরও বলেন, 'আমার সন্তানের তখন ছয় মাস বয়স। সে সময় প্রায় এক বছরের মতো সময় ধরে একা ছিলাম আমি। আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম বলে আমার পরিবারও আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করেছিল। শুধু তা—ই নয়, আমি বাইরে বেরোলেই ওর গার্ল ফ্রেন্ডরা বাড়িতে ঢুকত।

পুরোনো প্রেমিকা নীহারিকার অভিযোগ

বেশ কিছু আগেই নওয়াজের পুরোনো প্রেমিকা নীহারিকা সিং অভিযোগ এনেছিলেন, অভিনেতার অবদমিত কামের শিকার তিনি। যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জোর করতেন নওয়াজ, এমনটাই বলেছিলেন নীহারিকা।

নীহারিকা সিংয়ের সেই অভিযোগ টুইটারে প্রকাশ করেছেন সন্ধ্যা মেনন। তিনি লিখেছেন, নীহারিকার সঙ্গে নওয়াজের পরিচয় হয় ২০১২ সালে 'মিস লাভলি' ছবির শুটিংয়ে। একবার সারা রাত শুটিং করে সকালে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ফিরছিলেন। ফোনে তিনি নীহারিকাকে জানান, তাঁর বাড়ির খুব কাছাকাছি তিনি আছেন। নীহারিকা তাঁকে প্রাতরাশ করার জন্য বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান।

নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী আসার পর বাড়ির দরজা খুলতেই তিনি নীহারিকাকে জড়িয়ে ধরেন। নীহারিকা তাঁর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে খুব অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন নীহারিকা। নীহারিকা জানতে পেরেছিলন, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী নিজের জীবনের অনেক সত্য তাঁর কাছে লুকিয়েছিলেন। তিনি যে বিবাহিত, এ কথা নীহারিকা অন্যদের কাছ থেকে জেনেছিলেন। নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর জীবনের এসব ঘনটা জানার পর নীহারিকা এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। তাহলে কি নওয়াজের অন্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া এবং অবদমিত যৌনতাড়নাই বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ? উঠেছিল প্রশ্ন।

সন্তানদের সময় দেন না

সন্তানদের জন্য নওয়াজুদ্দিনের হাতে নাকি সময় নেই। এমন অভিযোগ করে স্ত্রী আলিয়া বলেন, 'আমাদের সন্তানরা মনেও করতে পারবে না শেষবার বাবাকে কবে দেখেছে! তিন-চার মাস হলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে ও দেখা করেনি। ওরা একদমই বাবার সঙ্গে জড়িত নয়, জিজ্ঞাসাও করে না বাবার কথা। আমি আমার সন্তানদের সম্পূর্ণ নিজের কাছে চাই।' তিনি আরও বলেন, 'বাবা হিসেবে কোনো দায়িত্ব পালন করেনি নওয়াজ। একা একা সন্তানের বড় করেছি। তিন—চার মাসে একবার ফোন করত আমাদের।

এবং তাও অফিসের নম্বর থেকে। কিছু বললে বলত, আউটডোর শুটিংয়ে রয়েছি।'

মুখ খোলেননি নওয়াজ

ডিভোর্স বিজ্ঞপ্তি আর নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত মুখ খোলেননি নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। তবে তাঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ঘুমকেতু'তে ব্যক্তিগত জীবনের কেচ্ছা বেশ প্রভাব ফেলেছে।

সে কথা এক সংবাদমাধ্যমের কাছে নিজেই স্বীকার করেছেন নওয়াজ। আলিয়া ডিভোর্সের নোটিশ পাঠালেও এখন পর্যন্ত সে চিঠির কোনো জবাব দেননি নওয়াজ। তিনি বর্তমানে উত্তর প্রদেশের বুধানায় দেশের বাড়িতে আছেন। ১৫ মে মুম্বাই থেকে সড়কপথে সেখানে পৌঁছান অভিনেতা। টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, বোনের মৃত্যুর পর মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ার জন্যই লকডাউনেও দেশের বাড়ি ফিরেছে তাঁর পরিবার। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে আলিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয় নওয়াজের। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।

টিকার কার্যকারিতা নিয়ে চটজলদি মন্তব্য করতে নারাজ চিকিৎসকদের একাংশ

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.): দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে করোনা প্রতিষেধকের টিকাকরণ অভিযান। শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ টিকাকরণ অভিযানের শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই টিকার কার্যকারিতা নিয়ে দেশবাসীকে ইতিমধ্যেই আশ্বস্ত করেছেন দিল্লি এইমসের অধিকর্তা রণদীপ গুলেরিয়া। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন স্বদেশী নির্মিত এই প্রতিষেধককে সঞ্জীবনী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু টিকার কার্যকারিতা নিয়ে চটজলদি কোন মন্তব্য করতে চাইছেন না চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের একাংশ। এই টিকার কার্যকারিতার সাফল্য সময়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে বলে মনে করেন চিকিৎসকদের একাংশ।

সার্ভিসেস অফ ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত এই প্রতিষেধকের ভয়াবহ পার্শপ্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু করোনার বিরুদ্ধে এই প্রতিষেধকের কার্যকারিতা টিকার প্রথম ডোজ নেওয়ার এক মাস পর দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণের পর বোঝা যাবে। করোনার বিরুদ্ধে কতটা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা শরীরে তৈরি হয়েছে টিকাগ্রহণের পর সেটা তখন বলা যাবে। একই কথা জানিয়েছেন নদিয়া জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মৌসুমী সুলতানা। করোনা রোগীদের চিকিৎসা করা অভিজ্ঞ সম্পন্ন এই চিকিৎসক জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই প্রতিষেধক কতটা কার্যকর হবে তা এখনই বলা যাবে না। সবে এই প্রতিষেধকগুলি এসেছে। শরীরে করোনার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি কত দিনে তৈরি হয় সেটা দেখার বিষয়। কয়েক মাস লেগে যেতে পারে।অন্যদিকে প্রতিষেধকের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে নার্সিং কর্মী সংগঠন নার্সেস ইউনিটির সভানেত্রী পার্বতী পাল জানিয়েছেন, প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ নেওয়ার পর এক মাসের মধ্যে পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে প্রশাসন দায় নেবে না। তখন কি হবে? জনগণের কাছে টিকার কোনও বিকল্প দেওয়া হয়নি। এই প্রতিষেধকের তৃতীয় ট্রায়েল নিয়ে আন্তর্জাতিক জার্নালে কোন প্রতিবেদনও বেরোয়নি। প্রতিষেধক নেওয়ার পর শোনা যাচ্ছে যে মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলতে হবে। তাহলে প্রতিষেধকের কার্যকারিতা কোথায়? প্রতিষেধক নিয়ে সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

টিকা এসে যাওয়ার ফলে মনের ভয় যে অনেকটা কমে যাবে তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বরাই জানিয়েছেন, প্রতিষেধক না থাকার ফলে অনেকের মনে যে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল তা চলে যাবে। অনেকের ভয় মন থেকে সরে যাবে। যাদের মনে প্রতিষেধক না থাকার দরুণ করোনা নিয়ে ভয় তৈরি হয়েছিল টিকা এসে যাওয়ার ফলে তা দূর হয়ে যাবে। একাধিক ক্লিনিকাল ট্রায়াল পেরিয়ে এসে টিকা যখন চলেই এসেছে তখন নিশ্চয়ই এর কার্যকারিতা রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন টিকাকরণ অভিযানের প্রতি পূর্ণ আস্থা দেখিয়েছে। কিন্তু কার্যকারিতার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের একাংশ।

ভ্যাকসিন রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে : অধীর রঞ্জন চৌধুরী

ভাঙড়, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : দেশ জুড়ে সরকারি উদ্যোগে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে শনিবার থেকে। আর সেই ভ্যাকসিন নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। শনিবার বিকেলে দক্ষিন ২৪ পরগনার ভাঙড়ের কাঁঠালিয়ায় কংগ্রেসের ডাকে একটি প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন তিনি। অধীর চৌধুরী ছাড়াও এই সমাবেশে জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একের পর এক বিজেপি ও তৃণমূলের সমালোচনা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। পাশাপাশি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার যে হিড়িক সেই হিড়িক প্রসঙ্গে ও কটাক্ষ করেন এই বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। অধীর বলেন, " বামেরা চলে যাওয়ার পর লাল চোরের দল রঙ পরিবর্তন করে নীল চোর হয়েছিল। এবার সেই নীল চোরেরা দল পরিবর্তন করে গেরুয়া চোর হতে চাইছে।" পাশাপাশি এদিন ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সবজান্তা গামছাওয়ালা বলেও কটাক্ষ করেন অধীর। তিনি বলেন, " ভ্যাকসিন নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন এই ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি কি করে জানলেন? ভ্যাকসিনের জন্য কৃতিত্ব বিশ্বের তাবর তাবর বিজ্ঞানীদের যারা এটা আবিস্কার করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ভ্যাকসিন রাজ্যে কম পাঠানো হয়েছে। আবার তিনি বলছেন ফ্রিতে রাজ্যের সবাইকে ভ্যাকসিন দেবেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও বলছেন সকলকে ফ্রিতে ভ্যাকসিন দেবেন। সব ঠিক আছে তবে যাতে সব স্তরের মানুষ ভ্যাকসিন পান সেদিকে নজর রাখা উচিৎ।"

পিতৃহারা হার্দিক-ক্রুণাল

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.): পিতৃহারা হলেন ভারতীয় দলের দুই তারকা অল-রাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া ও ক্রুণাল পাণ্ডিয়া।শনিবার আচমকা হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হল এই দুই তারকার বাবা হিমাংশু পাণ্ডিয়ার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। বাবার মৃত্যুর খবরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির মাঝপথে ঘরে ফিরতে হল ক্রুণাল পাণ্ডিয়াকে। অন্যদিকে এই মুহূর্তে বারিতেই আছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। দুঃসময়ে পিতৃহীন দুই তারকার পাশে দাঁড়িয়েছে দেশের ক্রিকেট মহল।

জানা গেছে শনিবার সকালে নিজের বাড়িতেই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন ভারতীয় দলের দুই তারকা অল-রাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং ক্রুণাল পাণ্ডিয়ার বাবা হিমাংশু পাণ্ডিয়া। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে খবর। বাবার মৃত্যুর খবরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির মাঝপথে ঘরে ফিরতে হল ক্রুণাল পাণ্ডিয়াকে। এই টুর্নামেন্টে বরোদার অধিনায়কত্ব করছেন তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর অধিনায়কত্বে তিন ম্যাচের তিনটিতেই জয় পেয়েছিল বরোদা। কিন্তু বাবার প্রয়াণে জৈব বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে হল ক্রুণালকে। ফলে এই টুর্নামেন্টে আর খেলতে পারবেন না তিনি। অন্যদিকে হার্দিক এমনিতেই এই টুর্নামেন্টে খেলেননি। এখনও পুরোপুরি ফিট নন তিনি। তাই দেশের মাটিতে আসন্ন টেস্ট সিরিজের জন্য বাড়িতেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এরই মধ্যে পিতৃবিয়োগ হল তাঁর।

হিমাংশু পাণ্ডিয়া নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও দুই ছেলেকে ক্রিকেটার বানানোর স্বপ্ন দেখতেন। হার্দিক এবং ক্রুণালের লড়াইয়ে ছায়াসঙ্গী ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে পরিবারের পাশাপাশি গোটা ক্রিকেটমহলেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে। টুইট করে হার্দিকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। শোকপ্রকাশ করেছেন ইরফান পাঠান, শচীন তেণ্ডুলকররাও ।

করোনা প্রতিষেধকের টিকা প্রদানের জন্য দিল্লিতে খোলা হল ৮১ কেন্দ্র : সত্যেন্দ্র জৈন

নয়াদিল্লি, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.): দিল্লিজুড়ে ৮১টি কেন্দ্রে টিকাকরণের কাজ শুরঃ হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রথম একশো জনকে প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ দেওয়া হবে। শনিবার এ কথা জানিয়েছেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। একাধিক সরকারি হাসপাতালকে টিকাকরণ কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শনিবার গোটা দেশজুড়ে করোনা প্রতিষেধক টিকাকরণের অভিযান আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিতে টিকাকরণ দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যায়।

এদিন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন জানিয়েছেন, প্রতিষেধক প্রদানের দ্বিতীয় দফায় সমগ্র ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের টিকা দেওয়া হবে। তৃতীয় দফায় ৫০ বছর বয়সের বেশি এবং কো- মর্বিডিটিতে আক্রান্ত ৫০ বছর বয়সের নিচে প্রতিষেধক দেওয়া হবে। রাজীব গান্ধী সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং লোকনায়ক জয় প্রকাশ হাসপাতালেও টিকাকরণের কাজ চলবে।

অস্কারের দৌড়ে শর্ট ফিল্ম-এর ক্যাটাগোরিতে বিদ্যার নটখট

মুম্বাই, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : ২০২১-এর অস্কারের সেরা শর্ট ফিল্ম-এর ক্যাটাগোরিতে জায়গা করে নিয়েছে বিদ্যার "নটখট"। ভারত থেকে মোট তিনটি ছবি অস্কারের এই বিভাগে দৌড়ে রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম বিদ্যার "নটখট"। শনিবার প্রযোজনা সংস্থার তরফে বিদ্যার অনুরাগীদের জন্য এই সুখবরটি জানানো হয়।এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের সিনেমাটি ২০২০ সালে মুক্তি পায় যার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেমন বিদ্যা। শুধুমাত্র অভিনয় নয় এই ছবির প্রযোজনাও করেছেন "দ্য ডার্টি পিকচার"-এর অভিনেত্রী।৩৩ মিনিটের এই শর্ট ফিল্মটি পরিচালনা করেছেন শান ব্যস। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্য ও ভারতের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপটের কাহিনী উঠে এসেছে ৩৩ মিনিটের সিনেমাটিতে। ভারতের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের অবহেলার চিত্রটা নিজের ছেলেকে বোঝানের চেষ্টা করছেন মা বিদ্যা। ঘোমটার আড়ালে থেকে ছেলেকে আর চার পাঁচটা পুরুষের মত বানাতে রাজি নন বিদ্যা।

আতঙ্কে নরওয়ে, ভ্যাকসিন নেওয়ার পর মৃত্যু ২৩ জনের

অসলো, ১৬ জানুয়ারি (হি.স.): ভ্যাকসিন আতঙ্কে ভুগছে নরওয়ে।আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী সেখানে এখনও পর্যন্ত ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে ২৩ জনের মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। মৃতদের সকলেরই বয়স আশির উপরে। সেই সঙ্গে আরও অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ফাইজার ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেই। নরওয়ে জুড়ে এখন তাই ভ্যাকসিন আতঙ্ক।

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়েছে নরওয়ের টিকাকরণ। যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন ডাক্তাররা। অসুস্থ ও বয়স্কদের এই ভ্যাকসিন নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না ফাইজার ভ্যাকসিনের কারণেই ওই ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে তাঁদের ১৩ জনের ক্ষেত্রেই ডায়েরিয়া, জ্বর ও শ্বাসকষ্টের মতো উপসর্গ ছিল, যা এই ভ্যাকসিনেরই সাধারণ পার্শপ্রতিক্রিয়ার উপসর্গ। নরওয়ের মেডিসিন এজেন্সি জানিয়েছে, যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা ছাড়াও অন্তত ন'জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুতর পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অ্যালার্জির লক্ষণ রয়েছে। রয়েছে জ্বরও। এছাড়া সাধারণ ভাবে অনেকেরই ভ্যাকসিন দেওয়ার স্থানে ব্যথা হওয়ার কথা জানা গিয়েছে।

নরওয়ে সরকার অশীতিপরদের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। জানানো হয়েছে, অত বেশি বয়সের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন খুব বেশি লাভজনক নাও হতে পারে। এখনও পর্যন্ত সেদেশের ৩০ হাজার মানুষ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন।

পরিস্থিতি দেখে কিছুটা সতর্ক ফাইজারও। ইতিমধ্যেই ইউরোপের বহু জায়গায় ভ্যাকসিন সরবরাহে রাশ টেনেছে তারা। প্রতি বছর দু'শো কোটির জায়গায় ১৩০ কোটি ভ্যাকসিনের ডোজ তৈরির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যাট্রিক করবেন : তাপস রায়

কলকাতা, ১৬জানুয়ারি(হি. স.): রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচিকে "যমের দুয়ারে কর্মসূচি" বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। শনিবার এর পাল্টা জবাব দিলেন পরিষদীয় মন্ত্রী তাপস রায়। তৃণমূল ভবন থেকে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপিকে কটাক্ষ করে তাপস রায় পাল্টা বলেন, 'মানুষের দুয়ারকে যমের দুয়ার বলবেন না। ভাববেন না। তার কারণ, আপনাদের এই কথাগুলি শুনে বাংলার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে আপনাদের যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দেবে।'

বেশ কিছুদিন আগে দেখা গেছে স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সুবিধা নিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের পরিবার। এই বিষয়টিকেই হাতিয়ার করে তাপস রায় পাল্টা প্রশ্ন তুলে বলেন, 'দিলীপ ঘোষের পরিবারের সদস্যরা কেন আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা নেননি?'

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিততে পারবে না বলেও দাবি করেন তিনি। পরিষদীয় মন্ত্রীর কথায়, 'বাংলার মানুষ বিজেপির ঔদ্ধত্যকে মেনে নেবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যাটট্রিক করবেন'।

দাসক্ষত একমাত্র মমতার কাছে লেখানো, মন্ত্রী-সাংসদ দেখি না : অনুব্রত মন্ডল

সিউড়ি, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাসে দিল্লাযাত্রা বাতিল করে আপাতত তৃণমূলে থেকে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন শতাব্দী রায়। কিন্তু দলেই প্রশ্ন উঠছে, শতাব্দীর রাজনৈতিক শত্রু অনুব্রত মন্ডল কি এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দেবেন শতাব্দীকে?

আপাতত অভিমান কমেছে বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের। শুক্রবার সন্ধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর শতাব্দী জানান, "তৃণমূলেই আছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছি। দিল্লি যাচ্ছি না। অভিযোগ, অভিমানের কথা জানিয়েছি। সমস্যা মিটে গিয়েছে"। সমস্যা আপতত মিটলেও, শতাব্দীর অভিযোগ ছিল, জেলায় তাঁর কেন্দ্রে তাঁকে দলীয় কর্মসূচিতে ডাকা হচ্ছে না। স্পষ্টতই শতাব্দীর নিশানায় ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। শনিবার গোটা বিষয়ে মুখ খোলেন অনুব্রত। বলেন, "আমায় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কেউ কিছু বলেনি। কিছু করিনি তো কী বলবে? শতাব্দী আমায় কিছু জানাননি। না জানালে জানব কী করে? উনি করোনার জন্য দলের মিটিংয়ে আসেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিলে হেঁটেছিলেন। "

পাশাপাশি অনুব্রতর সংযোজন, "আমি দলকে ভালবাসি। দলের কর্মী। আমার সঙ্গে কারও সমস্যা নেই। আমি মন্ত্রী, সাংসদ দেখি না। দাসক্ষত একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেখানো"।বীরভূমের দুই তৃণমূল নেতাই বলছেন দলকে আর দিদিকে ভালবাসি। ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস, অনুব্রতর রাশ টানবে না তৃণমূল। তাহলে কি মুখ পুড়বে শতাব্দীর? তখন কী বিজেপি-তে আসার রাস্তা তাঁর কাছে খোলা থাকবে? উঠছে এসব প্রশ্ন।

কাটোয়ার তৃণমূল বিধায়কের বিধি না মেনে টিকা নেওয়া নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের করোনার টিকা দেওয়ার কথা ঘোষণা হলেও তিন তৃণমূল নেতার এই টিকা নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

শনিবার কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে টিকা নেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তারপর হাসপাতালে আসেন কাটোয়ার তৃণমূল বিধায়ক তথা পুর প্রশাসক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও টিকা নেন। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তিনি। তালিকায় নাম থাকা টিকা নিয়েছেন বলে দাবি করেন তৃণমূল।

বউবাজারে একাকী বৃদ্ধ খুনে প্রতিবেশীকে তলব পুলিশের

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি(হি. স.): বউবাজারের ফিয়ার্স লেনে একাকী বৃদ্ধের খুনে প্রতিবেশীকে তলব করল পুলিশ। আয়ুব ফিদা আলি খুনের ঘটনায় আপাতত প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানকেই গুরুত্ব দিতে চাইছে তদন্তকারী দল। যদিও পুলিশের কাছে এখনও স্পষ্ট নয় ঠিক কি কারণে ওই বৃদ্ধ ব্যবসায়ীকে খুন করেছে দুষ্কৃতীরা।বাড়িতে কাদের যাতায়াত ছিল তা খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখা।

শুক্রবার বউ বাজারে একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ। ঠিক কি কারণে খুন জানতে তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখা।প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছেন মৃতের গলায় রয়েছে আঘাতের চিহ্ন। সম্ভবত ধারালো কিছু দিয়ে গলায় কোপ মেরে খুন করা হয়েছে তাকে। এমনকি নিহত ব্যক্তির বাড়িতে লুটের চিহ্ন মিলেছে পুলিশের।

ইতিমধ্যেই ওই আবাসনেরই মেন গেটের উল্টোদিকের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ।ঘটনার আনুমানিক সময় নির্ধারণ করে সিসিটিভি ফুটেজে খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ঠিক সেই সময়েই আবাসনের মেন গেট দিয়ে কারা কারা যাতায়াত করেছেন, তাঁদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। যাঁরা সেসময় আবাসনের মেন গেট দিয়ে ঢুকেছেন অথবা বেরিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ অপরিচিত কিংবা সন্দেহভাজন রয়েছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখতেই বৃদ্ধের প্রতিবেশীকে ডাকা হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন বাড়িতে একাই থাকতেন এই বৃদ্ধ। আয়ুব আলির হার্ডওয়্যারের ব্যবসা ছিল। ইদানীং সেই ব্যবসা দেখাশোনা করতেন তাঁর ছেলে। ছেলে পরিবার নিয়ে বাড়ির অদূরে থাকেন। আয়ুবের ঘর লণ্ডভণ্ড ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, লুঠের উদ্দেশ্যেই কেউ ঘরে ঢুকেছিল। তাতে বাধা পেয়েই খুন করা হয়েছে বৃদ্ধকে বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারী দলের।

রাজীব বন্দোপাধ্যায় থেকে শতাব্দী সহ" অনেক হেভিওয়েট নেতা বিজেপিতে আসছে---সৌমিত্র খাঁ

বাঁকুড়া ,১৬ জানুয়ারী(হি স) : রাজীব বন্দোপাধ্যায় থেকে শতাব্দী রায় সহ এক ঝাঁক হেভিওয়েট নেতা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন বলে ঈঙ্গিত দিলেন বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি ও সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। শনিবার বিষ্ণুপুরে এক কর্মসূচীতে যোগদান করে সাংবাদিকদের সাথে কথা প্রসঙ্গে এই ঈঙ্গিত দেন।

তিনি বলেন তৃনমূল যতই করুক রাজীব বা শতাব্দীকে বেশীদিন আটকে রাখতে পারবে না।শুধু তাই নয় এক ঝাঁক হেভিওয়েট নেতা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন ও তিনি ইঙ্গিত পূর্ন মন্তব্য করেন।এই তালিকায় প্রসূন বন্দোপাধ্যায়, অপরদপা পোদ্দারের মত হেভিওয়েট নেতারা রয়েছেন বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন।তার মতের সপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যখন আমি প্রথম প্রকাশ করি যে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগদান করছেন তখন তৃনমূল নেতারা হেসে উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন, পরে কিন্তু সেটা সত্য প্রমানিত হয়।সৌমিত্র বাবুর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

নদিয়ায় গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নদিয়া, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : নদিয়ার শান্তিপুর পৌরসভার সুত্রাগড় উত্তরপাড়ায় শাড়ি তৈরির পাওয়ার লুম মেশিনের মোটরে চাদর জড়িয়ে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হল এক মহিলার । ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ।জানা গেছে, বাপের বাড়িতে পাওয়ার লুম মেশিনে শাড়ি তৈরির কাজ করছিলেন কল্যাণী ঘোষ নামে ওই মহিলা । অসাবধানতাবসত তাঁর গায়ের চাদর মেশিনে আটকে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করেছে মহিলার বাপের বাড়ির লোকজন ।জানা গিয়েছে, বছর ৩৩-র কল্যাণী ঘোষের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি শান্তিপুরের তোপখানা পাড়ায় । সেখান থেকে রোজ তিনি সূত্রগড়ে বাপের বাড়িতে শাড়ি তৈরির কাজ করতে যান । এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ তেমনি পাওয়ার লুম মেশিনে শাড়ি তৈরির কাজ করতে গিয়ে তাঁর গায়ের চাদর মেশিনে আটকে গলায় ফাঁস লেগে যায় । গলায় ফাঁস লাগতেই তিনি চিৎকার শুরু করেন । তাঁর চিকিৎকার শুনে পরিজনেরা সেখানে ছুটে যান । তৎক্ষণাৎ কল্যাণীদেবীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন দেয়নি কেন্দ্র অভিযোগ করে সমাধানের উপায় বাতলালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কম টিকা পাঠিয়েছে। শনিবার রাজ্যে এই টিকাকরণ প্রক্রিয়া চলার সময় ফের এভাবে কেন্দ্রকে দুষলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এই সঙ্গে আশ্বস্ত করেন, তাতে চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই কারণ, রাজ্য সরকার রাজ্যের সব নাগরিককে বিনা পয়সায় এই টিকা দেবে।

শনিবার এই টিকাকরণ পর্ব চলার সময় সব জেলার জেলাশাসক-সহ স্বাস্থ্য কর্মীদের একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুর একটা থেকে নবান্ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমগ্র টিকাকরণ পর্ব দেখভাল করছিলেন মুখ্যসচিব। তাঁর ফোন থেকেই জেলাশাসকদের একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে কম পরিমাণ প্রতিষেধক পাঠিয়েছে। এতে সবার টিকা দেওয়া হবে না। কিন্তু তাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। রাজ্য সরকার সবাইকেই এই টিকা দেবে।

যদিও ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণ টিকা পাঠানো হয়েছে। পরের পর্যায়ে ফের তা পাঠানো হবে। রাজ্যের দাবি এই তথ্য সঠিক নয়। কিন্তু এই টিকার সংখ্যা নিয়ে যাতে কোনও গুজব যেন না ছড়ায়। জেলাশাসকদের কাছে বিষয়টি দেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী শনিবার সরকারি কর্মী-আধিকারিক, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশকর্মী, সাফাইকর্মীদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই এই করোনায় আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ মারা গিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেভাবে আপনারা ভালো কাজ করেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসার। আপনারা না থাকলে করোনা মোকাবিলা করা সম্ভব হত না।' পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই টিকাকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকলকেই সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদও জানান।

বাংলাদেশে ইসলামিক জলাসার নামে জঙ্গীবাদ উস্কে দেওয়া ১৫ বক্তার তালিকা তৈরি

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.) : বাংলাদেশে ইসলামী জলসায়, ওয়াজ মাহফিলে, ফেসবুক, ইউটিউবে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গীবাদ উস্কানিমূলক দিচ্ছে এমন ১৫ বক্তাকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছে গোয়েন্দা সংস্থা।

বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে ৩ বক্তাকে। করোনাভাইরাসের মধ্যেও প্রশাসনের কোন অনুমতি না নিয়েই ইসলামী জলসা, ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হচ্ছে বলে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এই ধরনের আয়োজক ও বক্তাকে নজরদারিতে রাখাসহ ৬ দফা সুপারিশ করেছে গোয়েন্দা সংস্থা। সংস্থার এ সুপারিশ পাঠানো হচ্ছে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগে। বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ইসলামী জলসা, ওয়াজ মাহফিল, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে যায় শীত মরসুমে। করোনাভাইরাসের মধ্যেও দেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ইসলামী জলসা, ওয়াজ মাহফিল ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপক আয়োজন হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠান করার আগে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নেয়ার নিয়ম থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। এসব অনুষ্ঠানে যেসব বক্তা থাকেন তাদের নামের আগে ও পরে বড় আলেম, ওলামা মাশায়েক, আউলিয়া, হুজুর পদবির ব্যক্তিগণ বক্তব্য রাখেন। নামের আগে ও পরে এই ধরনের পদবির ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ আল্লাহ, রসুল, দ্বীন ও ধর্মের প্রচারের নামে বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গীবাদে উৎসাহ দেয়া এমন বক্তব্য দিচ্ছেন। শুধু জলসা বা ওয়াজ মাহফিলেই নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউবে জ্বালাময়ী বক্তব্যসহ বক্তা ও অনুষ্ঠানের ব্যাপক ছবি ভাইরাল হয়ে চলেছে। এতে দেশে উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গীবাদ ও চরম ভারত বিরোধীতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা।

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যাপক হারে পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এতে ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউবের ইসলামী জলসা ও ওয়াজ মাহফিলের ভিডিও ছবি ভাইরাল করা হচ্ছে, যাতে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু বক্তা বক্তৃতায় নারী অধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্বেষ বা হিংসা ছড়াচ্ছেন। এই ধরনের ১৫ বক্তাকে চিহ্নিত করে তালিকা তৈরি করেছে গোয়েন্দা সংস্থা। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসলামী জলসা ও ওয়াজ মাহফিলের কিছু বক্তা সাম্প্রদায়িক উস্কানি, জঙ্গীবাদে উৎসাহ, নারী অধিকার, বাংলা নববর্ষ, শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, ভারত বিদ্বেষ, ভাস্কর্যসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উস্কানি ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। ধর্মের নামে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং শোবিজ তারকাকে নিয়ে বিষোদগার করা হয়।

বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য নিয়ে ধর্মের নামে বিভ্রান্তিকর ফতোয়া দিয়ে দেশব্যাপী উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুর, মামলা দায়ের, গ্রেফতার, রিমান্ডে নেয়া, কারাগারে পাঠানোসহ আইনী পদক্ষেপ নেয়ার মতো ঘটনা ঘটে গেছে। এ ছাড়া দেশের কোন কোন স্থানে সাম্প্রদায়িক উস্কানির ফলে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি কোন কোন স্থানে অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেছে, যাতে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করা অসঙ্গতিপূর্ণ।

গোয়েন্দা সংস্থার ৬ দফা সুপারিশে বলা হয়েছে, যেসব বক্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মীয় রাজনীতি বা মূল ধারার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন বক্তারাই বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গীবাদে উৎসাহ দিচ্ছে। এই ধরনের কয়েক বক্তার কারণে ইসলামী জলসা বা ওয়াজ মাহফিল নিয়ে যাতে ভ্রান্ত কোন ধারণার সৃষ্টি না হয় সেজন্য বিভিন্ন সুপারিশ রয়েছে। এসব সুপারিশের মধ্যে ওয়াজ মাহফিলে বক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষকদের মধ্য থেকে ওয়াজের জন্য বক্তা হিসেবে নিবন্ধনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ অন্যতম। এছাড়া সুপারিশে বলা হয়েছে, ওয়াজ মাহফিলে বক্তাদের যারা হেলিকপ্টারে গিয়ে বড় অঙ্কের অর্থ নেন, তারা আয়কর দেন কিনা, তা আয়কর বিভাগ খতিয়ে দেখতে পারে। ওয়াজ মাহফিলে কোন বক্তা উস্কানি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিলে স্থানীয় প্রশাসন তাদের সতর্ক করতে পারে। প্রয়োজনে পরবর্তী সময়ে তাদের ওয়াজ করার অনুমতি না দেয়ার ব্যবস্থা নিতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে ও রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রদানকারীদের আইনের আওতায় আনার সুপারিশও করা হয়েছে। ওয়াজ মাহফিল মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করার বড় একটা মাধ্যম।

গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠই মুসলিম ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ইসলামী জলসা ও ওয়াজ মাহফিলের নাম শুনে প্রচুর ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাগম ঘটে। আল্লাহ, রসুল, দ্বীন ও ইসলামের প্রচার ও দাওয়াত দিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাটা খুবই ভাল কাজ। এতে মানুষের মধ্যে ঈমান, আকিদা তৈরি হয় ও সৃশৃঙ্খল হতে সহায়ক হয়। কিন্তু বিভ্রান্তিকর, উস্কানিমূলক, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গীবাদে উৎসাহ দেয় এমন বক্তব্য প্রদান কোনমতেই সমীচীন নয়।

শতাব্দী রায় বিজেপিতে আসবেনই, দাবি করলেন সৌমিত্র খাঁ

কলকাতা, ১৬ জানুয়ারি (হি. স.): শতাব্দী রায় বিজেপিতে আসবেনই। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন আত্মবিশ্বাসী বিজেপি নেতা সৌমিত্র খাঁ। শতাব্দী রায়ের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে যে গেরুয়া শিবির এখনও আশাবাদী এদিনের সৌমিত্র বাবুর কথায় তা স্পষ্ট। পাশাপাশি রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব শীঘ্রই বিজেপিতে যোগদান করবেন বলে জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার শতাব্দী রায়ের ফেসবুক পেজের এক পোস্ট ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ওঠে। জল্পনা ছড়ায় তিনি দিল্লি গিয়ে দলবদল করবেন। পাশাপাশি তিনি জানান তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া তিনি জানাবেন শনিবার। এর মাঝেই শুক্রবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তার বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা আলোচনা করেন যদিও পরে তিনি জানিয়েছেন তা নিছক সৌজন্য সাক্ষাৎ। এর পরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শতাব্দী রায়ের সাক্ষাৎ শেষে নিজের মত পরিবর্তন করেন শতাব্দী দেবী। এই প্রসঙ্গে সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'আমাদের লিস্ট তৈরি আছে। এই ছিন্নমস্তা মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম শুভেন্দুদা আসছেন। তখন তৃণমূল কংগ্রেস হেসেছিল। আজও বলছি, শতাব্দী রায় ২ নম্বরে আছেন। এক নম্বরে আছেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন নম্বরে আছেন অপরূপা পোদ্দার। প্রসূন ব্যানার্জি আছন। সাত থেকে আট জন সাংসদ চিন্তা ভাবনা করে নিয়েছেন। শুধু সময়ের অপেক্ষা। কালকে দিদি আবার অভিনয় করে শতাব্দী রায়কে আটকালেন। কিন্তু আজ না-হয় কাল উনি বিজেপিতেই আসবেন। কারণ উনি কিছু কাজ করতে চাইছেন'।

সৌমিত্র খাঁয়ের দাবির জবাব দিয়ে পাল্টা শতাব্দী রায় জানান, 'এখন বিজেপি ক্ষমতায় আসার লড়াই করছে। এ বলছে ও ভাঙবে, ও চুরবে। এসব চলতেই থাকবে। রাজনীতিতে এই তরজা আগেও হয়েছে। সব কথার উত্তর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না। আমি আবার অবস্থান ব্যক্ত করেছি। যে কনফিউশন সবাই তৈরি করেছিল, তা স্পষ্ট করেছি। আমার মনে হয়, লড়াইয়ের আগে মাত্র কিছুদিনই আর হাতে আছে। এইসময় বিভ্রান্তি তৈরি না করে, দলে থেকেই সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। দলের বাইরে গিয়ে নয়।'

খোয়াইয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জিলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মার পৌরহিত্যে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমান কোভিড-১৯ গাইডলাইন মেনে খোয়াই জিলা পরিষদ কার্যালয় সংলগ্ন মাঠে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও আরক্ষা বাহিনীর কর্মীগণের মাধ্যমে গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে। এরপর অনুষ্ঠান শেষে খোয়াই সংশোধনাগারের আবাসিকগন, খোয়াই জেলা হাসপাতালের রোগী ও আমপুরী অরফেন বয়েজ হোমের আবাসিকগণের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। সভাতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব দত্ত, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহঅধিকর্তা গৌতম দাস, জেলা প্রশাসনের সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শঙ্কর নারায়ণ দাস, বিডিও পদ্মবিল বি ডার্লং, মহকুমা শাসক খোয়াই অসিত কুমার দাস সহ পূর্ত, আরক্ষা, টি এস আর, আসাম রাইফেলস, হর্টিকালচার, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মীগণ।

বিন্দিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যক্ষা রোগ বিষয়ক সচেতনতা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলায় হেমন্ত দেববর্মা স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত পশ্চিম সিঙিছড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে বিন্দিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ১৩ জানুয়ারি যক্ষা রোগ বিষয়ক এক সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যক্ষা রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায় ও চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে সরকারি সহায়তা প্রদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন স্বাস্থ্যকর্মী সুব্রত আচার্য। সভায় যক্ষা রোগের পাশাপাশি কোভিড-১৯ ভাইরাস থেকে নিরাপদ থাকতে সকলকে সামাজিক দূরত্ব মেনে মুখে মাস্ক পরিধান করে চলার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত সবাইকে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জে কে নগর ভিলেজে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। গ্রামীণ মানুষের কাছে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি সিপাহীজলা জেলার জম্পইজলা ব্লকের জে কে নগর ভিলেজের অন্তর্গত টালারবন হাইস্কুল প্রাঙ্গণে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলার মহকুমা শাসক সঞ্জিত দেববর্মা, জম্পুইজলা ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বরুন দেববর্মা, টাকারজলা সাব জোনাল আধিকারিক মানিক দেববর্মা সহ মহকুমা এবং ব্লক স্তরের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। শিবিরে জম্পুইজলার মহকুমা শাসক সঞ্জিত দেববর্মা সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির রূপায়ণের অগ্রগতি এবং কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। ব্লক আধিকারিক বরুন দেববর্মা জে কে নগর ভিলেজ কমিটি এলাকায় ব্লক প্রশাসনের দ্বারা রূপায়িত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। শিবিরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদিন ২২টি ইনকাম ও ১০টি ম্যারেজ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এছাড়া ১১০টি এসটি, ১৪৭টি পিআরটিসি এবং ৩৫টি আধারকার্ড পাওয়ার আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে শিবিরে ৩৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ঔষধপত্র বিতরণ করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পণ্য ক্রয়ে সচেতনতাই নাগরিকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। জাতীয় ভোক্তা দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ কমলপুরের নজরুল ভবনে আলোচনাচক্র ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কমলপুর মহকুমা প্রশাসন ও মহকুমা খাদ্য, জন সংভরণ কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খাদ্য, জন সংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, জাতীয় ভোক্তা দিবস ১৯৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর চালু হওয়ার পর সুদীর্ঘকাল ভোক্তা আইনের সংশোধন হয় নি। ২০১৯ সালে ভোক্তা সাধারণের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু নতুন সংশোধনী আনায় বর্তমানে জনগণের এই বিষয়ে অধিকার অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যের ভোক্তা আদালতগুলিতে ৮৭ শতাংশ মামলার নিস্পত্তি হয়েছে। এই বিষয়ে তাই জনগণকে সজাগ ও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, পণ্য ক্রয়ে সচেতনতাই নাগরিকদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। জাতীয় ভোক্তাদিবস উদযাপন নাগরিকদের ভোক্তা অধিকার ও ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন করার একটি প্রয়াস। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে এর উপযোগিতা ভোক্তা আইনের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমেই নিশ্চিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অতিথিরা বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, দুর্গা চৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা দাস, বিশিষ্ট আইনজীবি শ্যামল কান্তি পাল। স্বাগত ভাষন রাখেন কমলপুরের মহকুমা শাসক সুশান্ত কুমার সরকার।

ধলাই জেলায় ডিসেম্বর মাসে ৫০০টি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় একটি অন্যতম কর্মসূচি হলো গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস। এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় মা ও শিশু, গর্ভবতী মা, কিশোর কিশোরী সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন ও উপক'ত হচ্ছেন। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠানগুলিতে গর্ভবতী মা ও শিশুদের টিকাকরণ, গর্ভকালীন নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং পুষ্টিকর আহার দেওয়া হয়। ধলাই জেলার ২১টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে গত ডিসেম্বর মাসে এই ধরনের মোট ৫০০টি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানগুলিতে ৮৫৬ জন গর্ভবতী মা এবং ৬,৫৯৯ জন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম দম্পতি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসের অনুষ্ঠানগুলিতে ০-১১ মাস পর্যন্ত বয়সের মোট ১,৪৮৯ জন, ১২-২৩ মাস পর্যন্ত বয়সের ১১৯ জন এবং ছয় বছর পর্যন্ত বয়সের মোট ৪,০০২ জন শিশু উপস্থিত ছিলো। তাছাড়াও এই গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবসে জেলার ১,৫১৮ জন বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোরীর নানা ধরনের সমস্যার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৩২৬ গর্ভবতী মায়ের ওজন পরীক্ষা এবং ২,০৪৪ জন মায়ের মধ্যে আইএফএ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। তাছাড়া ১,৫২৬ শিশুর ওজন পরিমাপ করা হয় এবং ৮,২৮১ জনকে অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

হরিপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। উত্তর জেলার আওতাধীন লালজুরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে গতকাল হরিপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ৮ জন শিশু ও ৪ জন গর্ভবতী মা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে গর্ভবতী মা ও শিশুদের সঠিক সময়ে টিকাকরণ করানো, খাওয়ার আগে ও শৌচের পর ভালো করে হাত ধোয়া, রাত্রে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ম্যালেরিয়া নিয়ে বিদ্যাবিল উচ্চ বিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। খোয়াই জেলার হেমন্ত দেববর্মা স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্যোগে বিদ্যাবিল উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১২ জানুয়ারি ম্যালেরিয়া নিয়ে সচেতনতামূলক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালায় ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে কি কি করণীয় এবং ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার, লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায় ও চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন স্বাস্থ্যকর্মীগণ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জিত দেববর্মা। কর্মশালায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যাইজ প্রতিযোগিতা হয় এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উপস্থিত সবাইকে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় ও মহকুমা কল্যাণ আধিকারিকের উদ্যোগে গত ১৩ জানুয়ারি তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাটস্থিত পৌষ সংক্রান্তি মেলা প্রাঙ্গণে তেলিয়ামুড়া মহকুমা ভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সহকারি জেলা সভাধিপতি হরিশংকর পাল, সম্মানীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার মহকুমা শাসক ও তেলিয়ামুড়া ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন। উক্ত নৃত্য প্রতিযোগিতায় ৩টি জনজাতি লোকনৃত্য দল অংশগ্রহণ করে। কল্যাণপুরস্থিত চিরঞ্জিত দেববর্মা ও তার দল মামিতা নৃত্য পরিবেশন করে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং খোয়াই জেলাভিত্তিক জনজাতি লোকনৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ অর্জন করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে ত্রিশাবাড়ি লোকনৃত্য দল ও দার্জিলিং টিলার লোকনৃত্য দল। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

টিকাকরণ শিবির

আটের পাতার পর

উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ ও আশাকর্মীগণ। শিবিরে গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সুনিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

দুস্কৃতিরা

আটের পাতার পর

গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত ঘটনার কোনো ক্লু খুঁজে পায়নি পুলিশ।রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংগঠিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন : ঊনকোটি জেলায় সচেতনতামূলক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। ঊনকোটি জেলায় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনেশনের উপর সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরদিন্দু রিয়াং, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ শঙ্খ শুভ্র দেবনাথ। তাছাড়াও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার অন্তর্গত সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধিকারিকগণ। কর্মশালায় কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ৪৬ জন ভ্যাকসিনেটরদের ২৩টি দলে ভাগ করে তাদেরকে হাতে কলমে কোভিড-১৯ টিকাকরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঊনকোটি জেলায় ১৩টি সেশন সাইটে ২,৭৭২জন স্বাস্থ্যকর্মীকে টিকা দেওয়া হবে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

১৯ শে করদাতাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। আগামী ১৯ জানুয়ারি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের ৩০ জন কর দাতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। সঠিকভাবে আইন মানার জন্যই তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। দুপুর ১২টায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে করদাতাদের অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নিজ ঘরেই

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকাবাসীরা খবর দেয় তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। কিন্তু তেলিয়ামুড়া মহকুমা একই নামে দুটো জায়গা থাকায় তারা বিভ্রান্তিতে পরে যায়। এবং এলাকায় তেমন ভালো রাস্তাঘাট না থাকার দরুন ঘটনাস্থলে যেতে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে বেশ বেগ পেতে হয়। পরে বাধ্য হয়ে এলাকাবাসীরা নিজ প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। যদিও এলাকাবাসীরা সজলকে বাঁচাতে ব্যর্থ হয়। ঘটনার খবর আছে তেলিয়ামুড়া থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তেলিয়ামুড়া থানার এসআই শ্যামল দাসের নেতৃত্বে পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ সজলের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। যদিও পুলিশ একটি মৃত্যু মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার ময়নাতদন্তের পর সজলের মৃতদেহ পরিবার-পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়।

সূচনা

● **প্রথম পাতার পর**

ভারতকে জয়ী করবে।' দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "সঙ্কট যত বড় হোক না কেন, দেশবাসী কখনওই নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারাননি। ভারতে যখন করোনা এসেছিল তখন দেশে করোনা-টেস্টিংয়ের একটি পরীক্ষাগার ছিল। নিজেদের সামর্থ ও বিশ্বাসে বর্তমানে দেশে ২,৩০০-রও বেশি নেটওয়ার্ক আমাদের কাছে রয়েছে। ২৪ ঘন্টা সতর্ক থেকে, সমস্ত ঘটনার দিকে নজর রেখে, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। ৩০ জানুয়ারি ভারতে করোনার প্রথম আক্রান্ত রোগী মিলেছিল, তারপর দু''সপ্তাহের মধ্যে ভারতে একটি উচ্চ-পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছিল। জনতা কারফিউ, করোনার বিরুদ্ধে আমাদের সমাজের সংযম ও অনুশাসনের পরীক্ষা ছিল, যাতে দেশবাসী সফল হয়েছিলেন। জনতা কারফিউ মনস্তাত্ত্বিকভাবে দেশবাসীকে লকডাউনের জন্য প্রস্তুত করেছিল। ভারতে করোনার বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করেছে, গোটা বিশ্ব তা মেনে নিয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, স্থানীয় সংস্থা, সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান কীভাবে একত্রে ভালোভাবে কাজ করতে পারে, গোটা বিশ্বকে তা দেখিয়ে দিয়েছে ভারত। ভারত ভ্যাকসিন তৈরি করার পর নতুন আশা নিয়ে ভারতের দিকে তাঁকিয়ে রয়েছে বিশ্ব।'

চিকিৎসক, পুলিশি-সহ ফ্রন্টলাইন কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ, এম্বুলেন্স চালক, আশা কর্মী, সাফাই কর্মী, পুলিশ কর্মী এবং ফ্রন্টলাইন কর্মীরা মানবতার প্রতি নিজেদের দায়িত্ব অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেই সময় নিজেদের সন্তান, পরিবারের থেকে দূরে ছিলেন।" টিকাকরণ অভিযান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই টিকাকরণ অভিযান এখন অনেক দিন পর্যন্ত চলবে। টিকা এসে গিয়েছে মানে এই নয় যে, এবার থেকে সুরক্ষার সঙ্গে খামখেয়ালিপনা করা হবে। এখন আমাদের নতুন ব্রত নিতে হবে-ওষুধও, কঠোরতাও।'

১২ জন

● **প্রথম পাতার পর**

হাসপাতালে রেফারকরে। গুরুতর আহত চার ব্যক্তি হলো সুজিত ত্রিপুরা, কুমারজয় ত্রিপুরা, অনিরতা ত্রিপুরা, বিজরাম ত্রিপুরা। অপরদিকে একইদিন রাতের বেলায় শান্তির বাজার মহকুমার পতিছড়ী ড্রপগেইট এলাকায় টি আর ০৩ জে ৫৮৫৮ নাম্বারের একটি বাইক রাস্তায় দাড়ীয়েথাকা একটি লড়ীরসঙ্গে সজোরে ধাক্কাদেয়। এতেকরে বাইক আরোহীঅমরপুরের বাসিন্দা তাপস দাস (২৮) গুরুতর আহতহয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহীনির কর্মীরা আহতকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকরে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আহত যুবককে গোমতী জেলাহাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

এদিকে, ধলাই জেলার কমলপুরের শিববাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম সনজিৎ মালাকার। বাড়ি কামালপুরের দেবী ছড়া এলাকায়। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে শিববাড়িতে দুই দিনব্যাপী মেলা বসেছে। শুক্রবার রাতে মেলা থেকে স্কুটি করে বাড়িতে ফিরছিল সনজিৎ মালাকার নামে ওই যুবক। রাত পৌনে দশটা নাগাদ বাক নেওয়ার সময় স্কুটি রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। তাতে স্কুটি নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয় সনজিৎ মালাকার নামে ওই যুবক।

পথচারীরা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে কমলপুর বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর জন্য খবর দেন।খবর পেয়ে বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে পথ দুর্ঘটনায় আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বিমল সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে স্থানান্তর করা হয় কুলাই জেলা হাসপাতালে। তার অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। কমলপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।আশঙ্কা করা হচ্ছে শীতের রাতে স্কুটি নিয়ে আসার সময় বাক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি ওই যুবক। ফলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

অন্যদিকে, শনিবার সাতসকালে খয়ের পুর এর বৃদ্ধি নগর এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পথদুর্ঘটনায় মৃত যুবকের নাম অমৃত তাতী। তার বাড়ি মেগলীপাড়া এলাকায়। সে পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি যুগালী। আগরতলায় সে কাজ করতো।কাজের উদ্দেশ্যে শনিবার সকালে বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল ওই যুবক।বাইক দয়ে বৃদ্ধি নগর এলাকায় এসে পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং খবর পাঠান দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ছুটে এসে গুরুতর আহত অবস্থায় শ্রমিক অমৃত তাতীকে থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জিব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনরা জিবি হাসপাতালে ছুটে আসেন।জিবি হাসপাতাল এ তার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন আত্মীয়-পরিজনরা। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কর্ম বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে গতকাল পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কর্ম বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব। সভায় পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরে খয়েরপুর সাব-ডিভিশনে ৯.২৮ কিমিঃ এবং জিরানীয়া সাব ডিভিশনে ২৫.৫৮ কিমিঃ রাস্তা সারাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বিশালগড় ডিভিশনের আমতলী বাজারের রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। মহেশখলা বাজার থেকে বঙ্গেঁশ্বর নদী পর্যন্ত ৩০০ মিটার পাকা ড্রেইন তৈরীর কাজও চলছে। সেকেরকোট বাজার থেকে কাঞ্চনমালা পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের সার্কেল-১এর আধিকারিক জানান ডি ডব্ল এস স্কীমে ৭টি প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ৩টির কাজ চলছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের সার্কেল ২ এর আধিকারিক জানান জলসম্পদ প্রকল্পে ১৪টির মধ্যে ১২টি প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ডি ডাব্লু এস স্কীমে ৫০টির মধ্যে ২৪টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনায় পশ্চিম জেলায় ৭৪.৫ কিমিঃ এল টি লাইন সংস্কার করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক জানান, জেলার ৩৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সভায় পশ্চিম জেলার জেলাশাসক অফিসের প্রতিনিধি জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১,৩৯৩টি ঘর তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এমজিএন রেগায় পশ্চিম জেলার বিভিন্ন এলাকায় নালা পরিষ্কার, রাস্তা সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার, জলসেচের উৎস তৈরি সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ন করা হয়েছে। এতে ৩৩ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। এই সকল কাজে ৬২ কোটি ৪৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। সভায় পশ্চিম জেলার সহকারি সভাধিপতি হরিদুলাল আচার্য্য সহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

কোন নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়নি। কি কারনে এই মৃত্যু ! তদন্তে নেমেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

করোনার

● **প্রথম পাতার পর**

মধ্যে ৮৮৮ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। শতকরা হিসাবে এদিন ৬৩.৪ শতাংশ টিকা দেওয়া হযেছে ১৩৯৯ এর মধ্যে। কয়েকটি জায়গায় কো-ওইন প্রযুক্তিগত ত্রুটির জন্য আবেদনকারীরা টিকা নিতে পারেননি। যে ১৩৯৯ জন টিকা নেওয়ার জন্য রেজিস্টার করেছেন তাতে ধলাই জেলায় ২০০ জন, গোমতি জেলায় ৯৭ জন, খোয়াই জেলায় ১৬০ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ২০৬ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১৫৮ জন, ঊনকোটি জেলায় ১২৮ জন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২৫০ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২০০ জন স্বাস্থ্য কর্মীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, প্রথম ধাপে টিকাকরণ অভিযান ৭-৮ দিনের মধ্যে সমাপ্ত করা হবে।

শিক্ষক

● **প্রথম পাতার পর**

স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের দাবি জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা।স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ এবং ভেঙ্গে দেওয়া পার্ক পুনরায় নির্মাণ করার দাবিতে মূলত তারা শনিবার বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ-বক্ষোভ এবং পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয়।

আন্দোলনের খবর পেয়ে দপ্তরের কর্মকর্তারা আন্দোলনের ছুটে যান। তাদের দাবিগুলো পূরণের আশ্বাস দেওয়া হয়।সেই আসাস এর ভিত্তিতেই তারা আন্দোলন আপাতত প্রত্যাহার করে নেয়।দাবি পূরণ না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক আমির চন্দ্রা বলেন, আমাদের সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির ধরণ আলাদা হলেও সংস্কৃতিই ভারতবর্ষকে এক সুতায় বেঁধে রেখেছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। স্বাগত ভাষণ রাখেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস। মেলাতে স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য এবং পিঠা পুলির পশরা নিয়ে স্থানীয়রা দোকান খোলেন। প্রতি সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

টিকাকরণ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণ মোকাবিলার সময় রাজ্যের জনগণের মধ্যে আত্মনির্ভরতা, স্বনির্ভর হওয়া, একে অপরকে সহযোগিতা করা এবং স্বাভিমানতার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এই গুণগুলি সব সময় নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে হবে। কারণ এগুলিই ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, রাজ্যবাসী কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার লকডাউন চলাকালীন রাজ্যের জনগণকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে স্বনির্ভর পরিবার যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা ইত্যাদি চালু করেছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, স্বনির্ভর পরিবার যোজনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতার মানসিকতা তৈরি হওয়ার ফলে করোনা সংকটের সময় রাজ্য আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়েনি। শহর ও নগর এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনা চালু হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিনামূল্যে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিমার আওতায় আনার পাশাপাশি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রীও ত্রিপুরার উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ত্রিপুরায় আধুনিকতম ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৯৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তাছাড়া মাতাবাড়ির উন্নয়নের জন্য ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

খোয়াইয়ে

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে ওইসব এলাকার চাষীরা।বিএসএফের সঙ্গে এসব বিষয়ে স্থানীয় লোকজন বারবার যোগাযোগ করা সত্ত্বেও কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে দেওয়া হচ্ছেনা। তাতে ক্ষুব্দ হয়ে এলাকার প্রমিলা বাহিনী বিএসএফের ভূমিকার প্রতিবাদে পথ অবরোধে শামিল হয়।এলাকাবাসী জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে দেয়া হতো।

তখনো তারা কাঁটাতারের গেট পারাপার হয়ে চাষাবাদ এবং ফসল নিয়ে আসতে পারতো।গত একমাস ধরে কাঁটাতারের বেড়ার গেট পুরোপুরি বন্ধ করে রাখায় ওপারের ফসল কৃষকরা নিয়ে আসতে পারছেনা। চাষাবাদ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে।তাতে কৃষিনির্ভর পরিবারগুলো আর্থিক দিক দিয়ে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

চাষাবাদ করতে না পারায় এমন ফসল ঘরে তুলতে না পারায় কৃষক পরিবার গুলির মধ্যে অনাহার-অর্ধাহার দেখা দেওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।অবিলম্বে কাঁটাতারের বেড়ার গেট খুলে দেওয়ার দাবিতে এলাকার মহিলারা পথ অবরোধ আন্দোলনে সামিল হন। অবরোধের খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরুদ্ধ স্থলে ছুটে যান।এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিলে আপাতত তারা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

অঙ্গন

সবচেয়ে দামি ক্লাব রিয়াল

শিরোপা হাতে রিয়াল মাদ্রিদ খেলোয়াড়দের উদযাপন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে পেছনে ফেলে ইউরোপের সবচেয়ে দামি ক্লাবের মুকুট পরেছে স্পেনের দল রিয়াল মাদ্রিদ। দলটির লা লিগার প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা রয়েছে এই তালিকার চতুর্থ স্থানে।ক্লাবগুলোর ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ মৌসুমের লাভ, সম্প্রচার সত্ত্ব, জনপ্রিয়তা, সম্ভাবনা এবং স্টেডিয়ামের দাম-এই বিষয়গুলোর ভিত্তিতে রিয়াল ইউরোপের সবচেয়ে দামি দল বলে জানিয়েছে কেপিএসজি।সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী রিয়াল মাদ্রিদের দাম ৩২২ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। ওই দুই মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতায় রিয়ালের মূল্য বেড়েছে ১০ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের দাম ৩২০ কোটি ৭০ লাখ ইউরো।২৬৭ কোটি ৬০ লাখ ইউরো নিয়ে তালিকায় চতুর্থ স্থানে থাকা বার্সেলোনার এক ধাপ ওপরে আছে বায়ার্ন মিউনিখ। জার্মান বুন্ডেসলিগার চ্যাম্পিয়নদের মূল্য ২৬৯ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। ২৪৬ কোটি ইউরো নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে ইপিএলের আরেক দল ম্যানচেস্টার সিটি।এরপর আছে চেলসি, গত মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা লিভারপুল আর্সেনাল, টটেনহ্যাম হটস্পার এবং সেরি আর দল ইউভেন্তুস। সেরা দশে আছে ইংল্যান্ডের ছয় দল, নেই ফ্রান্সের লিগ ওয়ানের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি।

নির্ধারিত সূচিতে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শঙ্কায় অস্ট্রেলিয়া

নির্ধারিত সূচিতে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শঙ্কা আরও বেড়ে গেল কেভিন রবার্টসের কথায়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী কেভিন রবার্টস মনে করছেন, করোনাভাইরাস মহামারীর জন্য অক্টোবর-নভেম্বরে ২০২০ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন বড় রকমের ঝুঁকির মাঝে আছে। আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ায় হওয়ার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় রিপোর্টারদের নিজেদের অবস্থান জানান রবার্টস।"অক্টোবর-নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আমরা সব সময়ই আশাবাদী। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে, সেই সময়ে এটি আয়োজনে খুব বড়রকমের ঝুঁকি রয়েছে।"নির্ধারিত সূচিতে আয়োজন সম্ভব না হলে পরের বছর সম্ভাব্য দুটি উইন্ডো দেখালেন রবার্টস, "সম্ভাব্য একটা সময় হতে পারে ফেব্রুয়ারি-মার্চ কিংবা পরের বছরের অক্টোবর-নভেম্বর।"২০২১ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বসার কথা ভারতে। তারা এবারের আসরের দিকে নজর রেখেছে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ পিছিয়ে গেলে ফাঁকা হওয়া সময়টায় আইপিএল আয়োজনের সুযোগ আসবে তাদের সামনে।

লা লিগা শুরু ১১ জুন

লা লিগা মাঠের ফেরার দিনক্ষণ নিয়ে কদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে নানা কথা। এই গুঞ্জনের ইতি টেনে দিলেন হাভিয়ের তেবাস। লা লিগা সভাপতি জানালেন, আগামী ১১ জুন মাঠে ফিরবে স্পেনের শীর্ষ লিগ।স্পেনের দৈনিক মার্কার সঙ্গে আলাপচারিতায় ২০২০-২১ মৌসুম নিয়েও কথা বলেছেন তেবাস। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে তা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। "আমরা প্রস্তুত আছি (লিগ শুরু করতে) এবং যে দিন আমরা লিগ শেষ করতে পারব, সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে।"প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদর্ভাবের কারণে গত ১২ মার্চ থেকে স্থগিত রয়েছে লা লিগা।

স্পেন সরকারের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর থেকে লিগ শুরুর দিনক্ষণ নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছিল।আগামী ৮ জুন লা লিগা পুনরায় শুরুর অনুমতি দেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী। এরপর তেবাস জানান ১২ জুন শুরুর সম্ভাব্য তারিখ। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে রিয়াল বেতিস ও সেভিয়ার মধ্যেকার ডার্বি দিয়ে ২০১৯-২০ লিগ মৌসুমের বাকি খেলা শুরু কথাও জানান তিন।৫৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগে শীর্ষে রয়েছে বার্সেলোনা। দুই পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগার ১১ রাউন্ডের খেলা বাকি রয়েছে।

নতুন সূচিতে এফএ কাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মাঠ গড়ানোর অপেক্ষায়। ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এবার আরেকটি সুখবর- আগামী জুনের ২৭ ও ২৮ তারিখে এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালগুলো অনুষ্ঠিত হবে। সেমি-ফাইনাল হবে ১১ ও ১২ জুলাই এবং ফাইনাল মাঠে গড়াবে ১ অগাস্ট।এফএ-এর প্রধান নির্বাহী মার্ক বালিংহাম জানান, নিরাপদ পরিস্থিতির উপর ম্যাচগুলোর দিনক্ষণ নির্ভর করছে। ভেন্যু ও ম্যাচ শুরুর সময় পরে জানাবে এফএ। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কাছে লম্বা সময় খেলা স্থগিত থাকার পর বিভিন্ন দেশে মাঠে ফুটবল ফিরতে শুরু করেছে। গত বৃহস্পতিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ ১৭ জুনে পুনরায় লিগ শুরুর কথা জানায় বিবিসি।এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালের ড্র হয়েছিল ৯ মার্চ। শেষ আটের লড়াইয়ের লেস্টার সিটির প্রতিপক্ষ চেলসি, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে ম্যানচস্টোর সিটি। শেফিল্ড শিল্ডের মুখোমুখি হবে আর্সেনাল। নরিচ সিটির বিপক্ষে খেলবে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

গুয়ার্দিওলার সহকারী হওয়ার প্রস্তাবে কম্পানির 'না'

মিকেল আর্তেতা আর্সেনালের কোচ হওয়ার পর থেকে সহকারী খুঁজছেন পেপ গুয়ার্দিওলা। ম্যানচেস্টার সিটি চেয়েছিল সাবেক অধিনায়ক ভিনসেন্ট কম্পানিকে দিয়ে আর্তেতার শূন্যস্থান পূরণ করতে। কিন্তু এক সময়ের কোচের সহকারী হতে রাজি হননি কম্পানি।বর্তমানে বেলজিয়ান লিগের দল আন্ডারলেখটে খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে আছেন তিনি। দলটির সঙ্গে ২০২২ সাল পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে গত বছর সিটিকে বিদায় বলে দেওয়া এই ডিফেন্ডারের।১১ বছর ধরে ইংল্যান্ডে থাকা সময়ে অনেক সাফল্য পেয়েছেন কম্পানি। সিটির হয়ে চারটি প্রিমিয়ার লিগ, দুটি এফএ কাপ, চারটি লিগ কাপ জিতেছেন। সিটির ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ধরা হয় তাকে।দায়িত্ব নিয়ে সিটিতে ফেরার চাওয়াটা কখনই গোপন করেননি কম্পানি। কিন্তু ৩৪ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার বর্তমানে আন্ডারলেখট ছেড়ে গুয়ার্দিওলার সহকারী হয়ে ইতিহাদের আঙিনায় আসতে চান না বলে শুক্রবার জানিয়েছে বেলিজিয়ামের একাধিক গণমাধ্যম।

মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দিল পোল্যান্ড

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামেই যেখানে ফুটবল ফেরা নিয়ে চলছে তুমুল সমালোচনা, সেখানে মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে পোল্যান্ড।আগামী ১৯ জুন থেকে মাঠে বসে ফুটবল উপভোগ করতে পারবেন পোলিশ ফুটবলের দর্শকরা।দেশটির প্রধানমন্ত্রী মাতেউস মরাভিয়েৎস্কি শুক্রবার বলেছেন, করোনাভাইরাসের বিস্তার এড়াতে ধারণক্ষতার ২৫ শতাংশ দর্শক মাঠে বসে খেলা দেখতে পারবেন।গত মধ্য মার্চে স্থগিত হয়ে যাওয়া পোলিশ প্রিমিয়ার লিগ শুক্রবার পুনরায় শুরু হচ্ছে। প্রতিযোগিতাটির ২০১৯-২০ মৌসুমে বাকি রয়েছে চার রাউন্ডের খেলা।ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে হাঙ্গেরি, চেক রিপাবলিক, এস্তোনিয়া ও ফারো আইল্যান্ড আগেই ঘরোয়া লিগ শুরু করেছে। এই অঞ্চলের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে সবার আগে মৌসুম পুনরায় শুরু করেছে জার্মানি। তবে কোনো দেশই মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দেয়নি।লিগ ফেরার অপেক্ষায় ইংল্যান্ড, স্পেন, ইতালি ছাড়াও ইউরোপের আরও অনেক দেশ। তবে বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ মহামারীর মাঝে মাঠে দর্শক প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বিশেষ নজর কাড়ল পোল্যান্ড।ঝুঁকি এড়াতে মৌসুম বাতিল করার উদাহরণও আছে ইউরোপে। এপ্রিলের শেষ দিকে বাতিল হয়েছে নেইমার-এমবাপেদের ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান।

PRESS NOTICE INVITING TENDER
NO :38/EE/DWS-I/2020-21

Separate sealed tenders are invited for Providing and fitting fixing of Electrical equipment and construction of SBDTW

Last date of Receipt of Application :- 04-02-2021

Sl no	DNIT No	Estimated Cost	Earnest Money
1	64/EE/DWS-I/2020-21	Rs. 4,84,466.00	Rs.4,845.00
2	65/EE/DWS-I/2020-21	Rs.2,64,236.00	Rs.2,642.00

Other details of NIT as well as terms and conditions of the tender can be seen in the office of the undersigned during office hours on any working day.
(For and on bell of 'Governor of Tripura)

ICA/C-2826/21

(N.P. Chakraborty)
DWS Division Agartala-I
Agartala, Tripura (W).

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD (R & B), Teliamura, Khowai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate tender(s) vide PNIeT No. 11/EE/TLM/2020-21, Dt. 08/01/2021 for the following works up to 3.00PM on 08/02/2021. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. from 08/01/2021 to 08/02/2021. Other necessary information can be seen in the Division office in office hour.

SL NO	NAME OF THE WORK/ DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF TENDERER
1	"Package No: 19 i) "Brick soled Roads to be converted to all weather road by paver blocks/Khasiamangal to Sankhala Malsum para via Chinta Kr. Malsom para, South Gakulangar ADC village under Mungiakami R.D. Block.(L=8.00 Km) portion from 5.90 to 8.00 km under scheme for special Assistance to states for capital expenditure in 2020-21. ii) Brick soled Roads to be converted to all weather road by paver blocks/Ghilatali-Santinagar-Chebri road to Markumar cherra under Durgapur GP(L-0.360 km) under scheme for special Assistance to states for capital expenditure in 2020-21." DNIT No.- 24/CE/PWD(R&B)/ACE(P&DU)/2020-2021.	₹. 3,00,33,368.00	₹. 3,00,334.00	12 (Twelve) months	Appropriate Class

ICA/C-2818/21

(Er. G. Jamatia)
Executive Engineer Teliamura
Division, PWD(R&B).

ত্রিপুরা সরকার
কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর
দুটি জবফেয়ার এর বিজ্ঞপ্তি

১ নং জব ফেয়ার: অনলাইন জব ফেয়ার

অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ও লিংক : 20th -24th January, 2021 , https://rb.gy/qabvu2 (এই লিংক এর মাধ্যমে অনলাইন এ কর্মনিবন্ধন করতে হবে)
অনলাইন ইন্টারভিউ / জবফেয়ার এর তারিখ : 25th January-28th January, 2021
(অনলাইনে রেজিস্ট্রিকৃত প্রার্থীদের টেলিফোনের মাধ্যমে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে)

Sl No	নিয়োগকর্তার নাম	পদের নাম	পোস্টিং	মাসিক বেতন (টাকা)	শূন্য পদের সংখ্যা	যোগ্যতা	বয়সের সীমা	মন্তব্য
1	Earth Clean, Gujarat	হাউস কিপিং	[illegible]	10,000	30	8th Pass	Min 18	থাকা খাওয়া ফ্রি
		[illegible] /Steward		10,000	25	9th Pass	Min 19	
		কিচেন হেল্পার		10,000	25	10th Pass	Min 20	

২ নং জব ফেয়ার : সরাসরি ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে জবফেয়ার

স্থান: রেডক্রস সোসাইটির অফিস বিল্ডিং, (IGM হাসপাতাল আগরতলা এর উল্টো দিকের গেট):
তারিখ : 29 জানুয়ারী 2021 ।। সময় : সকাল 11.00 টা থেকে বিকাল 3.00 টা পর্যন্ত

Sl No	নিয়োগকর্তার নাম	পদের নাম	পোস্টিং	মাসিক বেতন (টাকা)	শূন্য পদের সংখ্যা	যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বয়সের সীমা
1	BhartiAxa Life Insurance Co. Ltd	Agency Building Manager (ABM)	Agartala	15000-30000/-	3	Min. Graduate	[illegible]	[illegible]
		Priority Partner	Agartala	3000+incentives+Distribution Bonus	50	Min.XII passed	ফ্রেশার	[illegible]
		Sales Associates	Agartala	Commission Based	100	Min X passed	ফ্রেশার	[illegible] বছর বা বেশি
2	Reliance Nippon Life Insurance company Ltd.	Agency Development Manager	Agartala, Dharmanagar, Udaipur	10,500/	30	Min(H.S. +2)	[illegible]	[illegible] বছর বা বেশি
3	SBI Life Insurance Co. Ltd.	Development Manager	Udaipur	18,000/- to 27,000/-	1	Graduate	1-2 বছরের [illegible]	[illegible]
		Life Mitra	Tripura	Commission Based	200	Madhyamik Pass	NA	[illegible]

ইচ্ছুক ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী 29 January 2021 তে , রেডক্রস সোসাইটির অফিস বিল্ডিং, (IGM হাসপাতাল আগরতলা এর উল্টো দিকের গেট)এ ইন্টারভিউ তে যোগদান করবেন।

বি.দ্র: (১) বিস্তারিত বিবরণ https://employment.tripura.gov.in/ [illegible] 0381-2326582 [illegible]
(২) [illegible]
(৩) [illegible]

ICA/D-1282/21

(Dr. Naresh Babu N, IFS)
Director, ES&MP

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শনিবার আত্ম নির্ভরতার উপর একদিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ। ছবি-নিজস্ব।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটা বড় ভূমিকা রয়েছে মহিলা স্বসহায়ক দলের : উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভর করতে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে। এজন্য গ্রামীণ মহিলাদের স্বশক্তিকরণের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটা বড় ভূমিকা রয়েছে মহিলা স্বসহায়ক দলের। তাদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন হলেই আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের স্বসহায়ক দলের জন্য আজীবিকা গ্রামীণ এ'প্রেস যোজনা এবং মেগা ক্রেডিট ক্যাম্পের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এই কথাগুলি বলেন। তিনি মহিলা স্বসহায়ক দলগুলির আরও সমৃদ্ধি কামনা করে বলেন, এতোদিন রাজ্যের এই স্বসহায়ক দলগুলি ছন্নছাড়া অবস্থায় ছিলো। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের সৌজন্যে রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলি সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলছে। তিনি রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলির অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, রাজ্য সরকার চায় রাজ্যের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি ঘরের মহিলাগণ এই স্বসহায়ক দলগুলিকে নির্ভর করে স্বনির্ভর হয়ে উঠুক। তাদের উন্নয়নে সরকার সর্বদা পাশে থাকবে। স্বসহায়ক দলগুলির মাধ্যমে রাজ্যে মহিলা স্বশক্তিকরণের আন্দোলন গড়ে উঠবে। এই আন্দোলন হবে রাষ্ট্র নির্মাণের আন্দোলন। এই আন্দোলন হবে আত্মনির্ভর দেশ ও রাজ্য গড়ে তোলার আন্দোলন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, গত বছর সারা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশও কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত হয়। তখন সারা দেশে লকডাউন শুরু হয়। এই লকডাউনে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ জীবিকা মিশনের ঘোষণা দেন। তখন সারা দেশের সাথে এ রাজ্যেও এই মিশনের কর্ময' শুরু হয়। দেশকে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যে গ্রামীণ স্বসহায়ক দলগুলিকে মিশন তখন মাস্ক ও স্যানিটাইজার তৈরি করার পরামর্শ দেয়। স্বসহায়ক দলগুলি সেই পরিকল্পনা মতো কাজ করে। এজন্য তিনি তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সমাজকে দুর্যোগপূর্ণ সময়ে কিছু দেওয়ার জন্য গ্রামীণ স্বসহায়ক দলের মহিলাগণ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন গ্রামীণ জীবিকা মিশনের কার্যনির্বাহী আধিকারিক বিকাশ সিং। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মুখ্যকার্যনির্বাহী আধিকারিক র'িং দাস। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটির চেয়ারম্যান কমলকান্তি সেন এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মণিপ্রসাদ হাজরা। অনুষ্ঠানে রাজ্যের ৯৭৩টি স্বনির্ভর দলকে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, পা'াব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ঋণ ম'রিপত্র দেওয়া হয়। এছাড়া ২০টি স্বসহায়ক দলকে বিনা সুদে ২০টি সামগ্রী পরিবহণযোগ্য গাড়ি দেওয়া হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ও অন্যান্য অতিথিগণ স্বসহায়কদলের প্রতিনিধিদের হাতে সেই ঋণ ম'রিপত্র ও গাড়ির চাবি তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ পতাকা নাড়িয়ে ২০টি গাড়ির যাত্রা শুরু করেন। এছাড়া রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে স্বসহায়ক দলের বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর স্টলও অতিথিগণ পরিদর্শন করেন।

ত্রিপুরাকে মৎস্যচাষে স্বয়ম্ভর করতে সরকার পরিকল্পনা নিয়েছে মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। মাছচাষ গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। মাছচাষের সঙ্গে সমাজের যে অংশের মানুষ জড়িত তাদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। আজ অমরপুর মহকুমার অম্পি ব্লকের ছেঁচুয়া বাজারে খুচরা মাছ ব্যবসায়ীদের নবনির্মিত মৎস্য শেডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে মৎস্যচাষে স্বয়ম্ভর করার জন্যে রাজ্যের বর্তমান সরকার নানা পরিকল্পনা নিয়েছে। এই পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের মাধ্যমে অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রয়াসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে তাছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া, মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা, মৎস্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অবনি দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মৎস্য দপ্তরের উপঅধিকর্তা সুজিত সরকার। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ছেঁচুয়া এডিসি ভিলেজের চেয়ারপার্সন শ্রাবণ লক্ষী জমাতিয়া। উল্লেখ্য, আর আই ডি এফ প্রকল্পে এই বাজার শেডটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা।

কেকেনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকারণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমাস্থিত নিদয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে কেকেনগর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ১৩ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ২৭ জন মা ও শিশু উপস্থিত ছিলো। তাদের মধ্যে ১৩ জন গর্ভবতী মা ও ১৪ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। শিবিরে শিশুদের সঠিক সময়ে টিকা দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। টিকাকরণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এমপিডব্লিউ ও আশাকর্মীগণ। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মধুপুর এমসিএইচ ক্লিনিকে টিকাকরণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।।
সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমসিএইচ ক্লিনিকে গত ১৩ জানুয়ারি এক টিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে একজন গর্ভবতী মা ও তিন জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে। এই টিকাকরণ শিবিরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

৯ বছর পরও হদিশ নেই তপনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ জানুয়ারি।। কিছুদিন বাদেই উপজাতিদের আরো একটি উৎসব গড়িয়া পূজা। আর এই পূজার আগে প্রতিবছরই এক হতদরিদ্র পরিবারের মায়ের অশ্রু ভরা নয়ন যেন এখনও তাকিয়ে আছে উনার ছেলে ঘরে ফিরবে। পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যেরই আজ চোখের জল শুকিয়ে গেছে ছেলে তপন একদিন না একদিন নিশ্চয়ই ঘরে ফিরবে সেই অপেক্ষা করতে করতে। আদৌ কি ফিরবে তপন? না কোন এক মায়ার জালে আটকে বাঁধন হারা পাখির মত কোন এক প্রান্তে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে আর ফেরা সম্ভব হয়নি।

সালটা ছিল ২০১২ এপ্রিল মাস। তখন চলছিল উপজাতিদের ধর্মীয় উৎসব নিয়ে পুজো। পুজোর পরের দিনই তপন সহ আরও তিন বন্ধু মিলে চাকমা ঘাটের উপজাতি জনবসতি এলাকা তথা বৈরাগী ডেফায় ঘুরতে গিয়েছিল। সেখানেই বসে ছিল চার বন্ধু মিলে মদের আসর। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ তিন বন্ধু ঘরে ফিরে এলোও তপন ঘরে ফিরে আসেনি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাট কপালি পাড়া এলাকার। তপন ঘরে ফেরেনি দেখে তপনের স্ত্রী তিন বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করে কিন্তু তাদের একটাই উত্তর তাদের সঙ্গে তপন কপালি যায়নি। আশ্চর্যের বিষয় হলো পরিবারের প্রত্যেকটি লোক জানে চার বন্ধু মিলে ওই উপজাতি এলাকায় ঐদিন গিয়েছিল। এরপর যদিও অনেক খোঁজাখুঁজির পর তপন কপালির পরিবার থেকে এই তিন বন্ধুর নামে একটি থানায় মামলা রুজু করা হয়। মার্চ মাসের ২৩ তারিখ।

যদিও ঘটনার পরবর্তী সময়ে তেলিয়ামুড়া থানার পক্ষ থেকে ইনভেস্টিগেশন অফিসার হিসেবে প্রানেশ চাকমাকে নিয়োগ করা হয়। উনার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ওই এলাকায় তন্ন তন্ন করে খুঁজ নেয়। এমনকি পার্শবর্তী খোয়াই নদীতে ডুবুরি নামানো হয়। নদীতে নৌকো দিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পুলিশ বাহিনী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো তপনের কোনো হদিস মেলেনি। পরবর্তী সময়ে ওই তিন বন্ধুকে পরিবারের অভিযোগ মূলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে তপনের কোন হদিস না মেলায় অর্থাৎ তপন কি খুন হয়েছে না অন্য কিছু রহস্য রয়েছে তার কোনো সন্ধান না পেয়ে এই তিন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোন প্রকার প্রমাণের অভাবে ওই তিন বন্ধু তিন মাস পরে ছারা পায়। থমকে যায় তদন্ত কাজ। এরইমধ্যে তদন্তকারী অফিসার প্রানেশ চাকমার বদলির আদেশ আসে। তারপর তো তপনের তদন্ত কাজ আজও আইনের গেরাকলে ভেসে বেড়াচ্ছে। তবে তপনের পরিবারের বর্তমান যে অবস্থা তপনের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং তার বৃদ্ধ বাবা-মা ওমানের অর্থের অভাবে কোনভাবে দিন নিপাত করছে। এখন পর্যন্ত কোনো সাহায্য পায়নি তপনের পরিবার।

তাই আসছে গড়িয়া পূজা তপনের পরিবার এবং বৃদ্ধ মা-বাবা আবারো কি তাকিয়ে থাকবে তখন ঘরে ফিরবে? তবে সঠিক সময়ে যদি তদন্ত ঠিকভাবে হত তাহলে হয়তো বা তপনের কোনো সন্ধান পাওয়া যেত! তাহলে কি বলা চলেনা চাকমা ঘাট এলাকা থেকে একজন যুবক নিখোঁজ হয়ে যায় আর পুলিশ প্রায় নয় বছর পেরিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত তপনের কোন হদিস বা তপন নিখোঁজের রহস্য বের করতে পারিনি তা কী করে সম্ভব! আর যাই হোক তপনের পরিবার চাইছে বর্তমান পরিস্থিতিতে ফের একবার তপনের সন্তান হোক! ফের একবার তপন নিখোঁজের মামলাটি পুনরায় সঠিকভাবে তদন্ত হোক! পাশে দাঁড়াক বর্তমান রাজ্য সরকার! না হলে বর্তমানে পরিবারটির যা অবস্থা না খেয়ে দিন গুজরান করছে। অন্যদিকে তপনের স্ত্রী এক ছেলে এক মেয়ে ও বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে দিনমজুরির কাজ করে পরিবারের ভরণ-পোষণ করছে। আর এই দিনমজুরির কাজ করে যে অর্থ উপার্জন হয় তা দিয়ে সংসার চলা তো দূরের কথা পড়াশুনা ও ছেলেমেয়েদের প্রায় বন্ধের পথে।

করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি,চড়িলাম, ১৬ জানুয়ারি।। শনিবার দীর্ঘ দশ মাস পর সারা বিশ্ব যখন মহামারী করোনা ভাইরাস এর কবলে আক্রান্ত ঠিক সেই সময়ই করোনা নামক মহামারী থেকে মুক্তি পাওয়ার যেই ঔষধ সেটি সর্বপ্রথম তৈরি করার ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে রয়েছে। আর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবসান ঘটিয়ে করোণা মহামারীর প্রথম ভেকসিসন করা হচ্ছে সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে। অধিক আগ্রহী হাসপাতালে কর্মরত বিভাগের কর্মীদের জয় চক্রবর্তীকে দিয়ে শুরু হয় প্রথম ভ্যাকসিন। এই ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রাথমিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস ডি এম ও জ্যোতির্ময় দাস, সি এম ও রঞ্জন বিশ্বাস , সিপাহীজলা জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত,বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ আরো অন্যান্য আধিকারিক গন।শনিবার সর্বমোট ৬১ জন কে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়।

তারপর প্রত্যেকদিন ১০০ জন ব্যক্তিকে এই ভ্যাকসিন প্রতিদিন প্রয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন সিএমও রঞ্জন বিশ্বাস। তাছাড়া শনিবার যে কর্মসূচি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে করা হয়েছিলো সে স্থানটি ছিলো ইমার্জেন্সি রুমে।তবে চিকিৎসা পরিষেবা বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হয়নি। তাই এসডিএমও জ্যোতির্ময় দাস আগে থেকেই চিকিৎসার যাতে কোনরকম ক্ষতি না হয় তার জন্য ইমারজেন্সি পরিষেবা অন্যত্র আগে থেকেই করে রেখেছেন।

একদিকে ইমার্জেন্সি পরিষেবা আর একদিকে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলছিলো তাতে হাসপাতালে আসা সকল রোগিদের কোনরকম অসুবিধা হয়নি। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালেই ভ্যাকসিন দেওয়াকে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে একটা আনন্দ উৎসবের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় পথনাটক সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে মহকুমায় গত ১২ জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী পথনাটক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখার বার্তা নিয়ে পথনাটকগুলি পরিবেশিত হয়। মহকুমার গিরীশ নাট্য সংস্থার শিল্পীগণ নাটক পরিবেশন করেন। মহকুমার তুইসিন্দ্রাই, মোহরছড়া, অম্পিচৌমুহনী, কল্যাণপুর বাজার, চাকমাঘাট ইত্যাদি এলাকায় এই পথনাটক পরিবেশিত হয়। পথনাটকগুলিকে কেন্দ্র করে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

আইজিএম হাসপাতালে মোবাইল চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। শনিবার সকালে আইজিএম হাসপাতালে মোবাইল চোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজনরা। সংবাদপত্রে জানা গেছে ওই যুবক আইজিএম হাসপাতালে রোগীর আত্মীয় সেজে গিয়েছিল।প্রসূতি বিভাগের এক মহিলা ব্যাগ থেকে মোবাইল হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে ওই যুবক। তখনোই তাকে হাতেনাতে আটক করা হয়।আটক যুবককে হাসপাতালের কর্তব্যরত বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।খবর পাঠানো হয় আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে ওই যুবককে থানায় নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে একটি মামলা গ্রহণ করেছে পশ্চিম থানার পুলিশ।উল্লেখ্য আইজিএম এবং জিবি হাসপাতালে প্রায়ই মোবাইল এবং টাকা-পয়সা চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। চিকিৎসা করাতে আসা পরিবারের লোকজনদের পকেট কেটে চলেছে এইসব চোরেরা।

২১-২২ সেভেন সাইড টেনিস নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের ক্রিকেট উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে আগামী ২১-২২ জানুয়ারি বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে এক সেভেন সাইড টেনিস নকআউট আন্তঃ মিডিয়া হাউস ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। রাজ্যের যে সমস্ত প্রিন্ট, বৈদ্যুতিন ও সরকারি সংবাদ সংস্থা গুলি এই মিডিয়া ক্রিকেটে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাদের আগামী ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে ৯ জন ক্রিকেটারের নাম সহ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক / ব্যুরো চিফেডসই করা তালিকা প্রেসক্লাবে জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ক্লাবের যুগ্ম সচিব দেবব্রত চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

লিটন নাথ হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানাল আমরা বাঙালী

মউত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ার লিটন নাথকে অপহরণ করে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙালি দল।শনিবার শিবনগর আমরা বাঙালি দলের রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ পালকে অপহরণ করে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন। লিটন নাথকে অপহরণ করে হত্যারগাফিলতিকে দায়ী করেছেন আমরা বাঙালি নেতৃবৃন্দ।শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় পুলিশ সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে না থাকে তারা হত্যা করতে পারত না।পুলিশের তদন্তের ক্ষেত্রে গাফিলতি এবং তাকে উদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার ঘাটতি ছিল বলে তারা অভিযোগ করেন।পুলিশ সময়মতো সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন আমরা বাঙালি দলের নেতৃবৃন্দ। জঙ্গির স্বীকারোক্তিমূলক নিহতের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করার দাবি জানানো হয়েছে।আমরা বাঙালি রাজ্যসভা চিপ গৌরাঙ্গ পাল অভিযোগ করেছেন ইতিপূর্বে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ এ যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং যাদের প্রাণহানি ঘটেছে তাদেরকে সরকারের তরফ থেকে তেমন কোনো সহযোগিতা করা হয়নি।অথচ যারা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংগঠিত করেছে এবং কোন সন্ত্রাসে জড়িত ছিল তাদেরকে সরকার পুরস্কার স্বরূপ সরকারি চাকরি পুনর্বাসন সহ নানা সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে।সরকারিভাবে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হলে আমরা বাঙালি দলসহ রাজ্যের শান্তিপ্রিয় জনগণ কোনোভাবেই তা মেনে নেবে না বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।রাজ্য সরকার যদি সত্যিকারেই রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি পরিবেশ বজায় রাখতে চায় তাহলে অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছে আমরা বাঙালি দল। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

সোনামুড়ায় বেতনের দাবীতে শ্রমিকদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। সোনামুড়া মহকুমায় ওএনজিসি ড্রিলিং সাইটে কর্মরত শ্রমিকরা দেড় মাসেরও অধিক সময় ধরে মজুরির টাকা পাচ্ছে না। তাতে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ক্ষুব্দ শ্রমিকরা মজুরি টাকা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে শনিবার মেলাঘরে বিওসি চৌমুহনীতে পথ অবরোধ করে। বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ চলতে থাকে। অবরোধের ফলে অবরোধ স্থলের দু''পাশে বেশ কিছু সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং মন্ডলের নেতারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা অবরোধকারী শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেছেন অবিলম্বে ওএনজিসির সাইটে কর্মরত শ্রমিকদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।শ্রমিকরা জানিয়েছে বিএমএস নেতা এবং মণ্ডল নেতারাই তাদেরকে ওএনজিসি সাইটে নিযুক্ত করেছিল।দীর্ঘ দেড় মাস ধরে মজুরি টাকা না পাওয়ার কারণেই তারা বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ আন্দোলনে শামিল হয়। তাতে টনক নড়ে বিএমএস নেতৃবৃন্দ এবং মন্ডল নেতৃবৃন্দের।অবিলম্বে বকেয়া মজুরি টাকা মিটিয়ে না দিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

স্ত্রীকে হত্যার দায়ে ধৃত স্বামীকে জেল হেপাজতে পাঠাল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। ধলাই জেলার কমলপুরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত স্বামীকে ১৪দিনের জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত। অভিযুক্ত স্বামীর নাম অমৃত কন্দ। নিহতের নাম অমৃতা কন্দ।ঘটনার বিবরণে জানা যায় কমল পুর থানা এলাকার কলাছরি গ্রামে গত বৃহস্পতিবার বিকেলে অভিযুক্ত স্বামী তার স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে।চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার খবর পেয়ে কমলপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এ দিন রাতেই অভিযুক্ত আসামি অমৃতকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অভিযুক্ত অমৃত কন্দ প্রায় প্রতিদিনই আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে এসে স্ত্রীর সঙ্গে নানা অজুহাতে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হতো।বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে নাগাদ মদ্যপান করে বাড়িতে ফিরে স্বামী অমৃত কন্দ স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অমৃতার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে কমলপুর থানার পুলিশ রাতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত স্বামীকে জালে তুলতে সক্ষম হয়।কমলপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে হত্যা সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করে অভিযুক্তকে আদ্যালতে সোপর্দ করে। কমলপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। স্থানীয় জনগণ অভিযুক্ত স্বামীর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বিশালগড়ের চেলিখলায় গাঁজা বাগিচা ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। বিশালগড় থানার পুলিশ আচমকা অভিযান চালিয়ে চেলিখোলা এলাকায় গাজা চাষ বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রচুর গাজা চারা ধ্বংস করে দিয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা নেতৃত্বে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে চেলিখলা এলাকায় গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযানে যান।অভিযান চালাতে গিয়ে তারা কুড়িটি খেতে প্রচুর পরিমাণ গাজার চারা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়।গাজার চারা ধ্বংস করা সম্ভব হলেও গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা জানিয়েছেন পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানদের দেখতে পেয়ে গাজা চাষিরা পালিয়ে গেছে।তিনি আরো জানান ওই সব এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর রয়েছে।সেই খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত গাঁজা চাষ বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।উল্লেখ্য রাজ্যে গাঁজা চাষ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একাংশের অতি মুনাফালোভী লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাঁজা চাষ করে চলেছে।এসব গাঁজা চাষ বন্ধ করার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। তাতে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাফল্য মিলেছে।

সৎ মাকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৬ জানুয়ারি।। সৎ ছেলের আঘাতে গুরুতর জখম মা,ঘটনা ধর্মনগরে। আবারো কুলুষিত হলো সভ্যসমাজ। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত ডুপিরবন্দ লালছড়া এলাকায় এমনি এক ঘটনার সাক্ষী হলো মহকুমাবাসী। আজ সকাল নাগাদ মনোয়ারা বেগম ও তার নিজ সৎ ছেলে জাকির হোসেনের মধ্যে পারিবারিক এক বিষয় নিয়ে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। একটা সময় বাকবিতন্ডা এমন রূপ ধারণ করে যে জাকির হোসেন তার নিজ সৎ মাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়, শরীরে সজোড়ে কিল ঘুষি ও মারতে থাকে। এর ফলে গুরুতর জখম হয় মনোয়ারা বেগম। তার হাত থেকে বাদ যায়নি তার সৎ মায়ের এক ছোট্ট শিশুও। পরবর্তীতে স্থানীয় এলাকাবাসী ধর্মনগর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের খবর দেয়। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত মানোয়ারা বেগমকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে মনোয়ারা বেগম। ইতোমধ্যেই অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা পাষণ্ড পুত্র জাকির হোসেনকে ধর্মনগর থানার হাতে হস্তান্তর করে। বর্তমানে পুলিশি হেফাজতে রয়েছে সে। মাতা-পিতা গুরুতুল্য,আর নিজ সৎ মায়ের উপর জাকির হোসনের মত ছেলেদের মানসিকতার কারণে বার বার কুলুষিত হয় সভ্য সমাজে।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। সারা রাজ্যের সাথে আজ খোয়াই জেলাতেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলা হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনলাইনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের মতবিনিময় অনুষ্ঠানের পর খোয়াই জেলা হাসপাতালের কোভিড ভ্যাকসিন সেন্টারে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. অমূল্য দেববর্মাকে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়ার মধ্যদিয়ে ভ্যাকসিন প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক মিতা মল, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নির্মল সরকার, জেলা হাসপাতাল সুপার ডা. ধনঞ্জয় রিয়াং, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সেনগুপ্ত প্রমুখ।

কুমারঘাট ব্লকে এমজিএন রেগায় ব্রিক সোলিং রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।।
কুমারঘাট ব্লকের ৯টি এ ডি সি ভিলেজের প্রত্যেকটিতে ১ কিলোমিটার করে ইট সোলিং রাস্তা তৈরি করা হবে। রাজকান্দি, সায়দাছড়া, ডেমডুম, ফটিকছড়া, দারচৈ, পূর্ব রাইতুইসা, দেওভ্যালী, দক্ষিণ উনকোটি ও জড়িছড়া এ ডি সি ভিলেজে এমজিএন রেগায় এই রাস্তাগুলো তৈরি করা হবে। প্রতিটি রাস্তার জন্য ব্যয় হবে ১৮ লক্ষ টাকা। স্বশাসিত জেলা পরিষদের রাজকান্দি সাব-জোনাল কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজেপি নেতার রাবার বাগান পুড়িয়ে দিল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রুপাইছড়ি ব্লকের উত্তর বিজয়পুরে এক বিজেপি নেতার রাবার বাগান কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে দুষ্কৃতীকারীরা। রাবার বাগানের মালিকের নাম সাথী মগ। তিনি উত্তর বিজয়পুর গাওসভার বিজেপির বুথ সভাপতি।গতকাল রাতে দুস্কৃতিকারীরা রাবার বাগানে ঢুকে রাবারের চারাগুলি কেটে ধ্বংস করে দিয়েছে। প্রায় ৪০০ রাবার গাছের চারা কেটে দিয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন মনু মন্ডল নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।